আঁধারে আলোর মশাল

ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ

لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا

'তোমাদের কারও আমল কিছুতেই তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকেও না?' তিনি বললেন, 'আমাকেও না। তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন। অতএব তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকো, নৈকট্য লাভ করো, সকাল ও সন্ধ্যা এবং রাতের শেষ প্রহরে আমল করতে থাকো আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। মধ্যপন্থা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।'

-সহীহ বুখারী

আঁধারে আলোর মশাল

ইবনু রজব হাম্বলি রহ.

গ্রন্থকার পরিচিতি

নাম, উপাধি ও বংশপরিচয়

হাফিয আবুল ফারাজ ইবনু রজব হাম্বলি। তিনি ছিলেন একজন ইমাম ও হাফিয। তাঁর পুরো নাম যাইনুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনু আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনুল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল বারাকাত মাসউদ আস-সুলামি আল-বাগদাদি আদ-দামিশকি আল-হাম্বলি। তাঁর অন্য নাম আবুল ফারাজ এবং ডাকনাম ইবনু রজব। এটা তাঁর দাদারও ডাকনাম ছিল। তাঁর দাদা রজব মাসে জন্মগ্রহণ করায় তাঁর দাদার ডাকনামও ইবনু রজব ছিল।

জন্ম

তিনি ৭৩৬ হিজরিতে বাগদাদের একটি ইলমি ও পরহেজগার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর শিক্ষাজীবন

তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ আলিমদের নিকট হতে ইলম শিক্ষা করেন। তিনি ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ, যাইনুদ্দিন আল-ইরাকি, ইবনুন নাকিব, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল-খাব্বাজ, দাউদ ইবনু ইবরাহিম আল-আত্তার, ইবনু কাতি আল-জাবাল এবং আহমাদ ইবনু আবদুল হাদি আল-হাম্বলি ﷺ প্রমুখ আলিমদের তত্ত্বাবধানে দামেশকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি মক্কায় আল-ফাখর উসমান ইবনু ইউসুফ আন-নুওয়াইরি, জেরুজালেমে হাফিয আল-আলাঈ এবং মিসরে সদরুদ্দিন আবুল ফাতহ আল-মায়দুমি এবং নাসিরুদ্দিন ইবনুল মুলুকের কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেন।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

অনেক তালিবুল ইলম তাঁর কাছ এসে দীনের জ্ঞান অর্জন করতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন ছিলেন : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আবু বকর ইবনু আলি আল-হাম্বলি, আবুল ফাদল আহমাদ ইবনু নাসর ইবনু আহমাদ, দাউদ

ইবনু সুলাইমান আল-মাউসিলি, আবদুর রহমান ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুকরি, যাইনুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনু সুলাইমান ইবনু আবুল কারাম, আবু যর আল-যারকাশি, আল-কাযি আলাউদ্দিন ইবনুল লাহাম আল-বালি এবং আহমাদ ইবনু সাইফুদ্দিন আল-হামাউই ﷺ প্রমুখ।

মনীষীদের চোখে ইবনু রজব

ইবনু রজব ﷺ ইলমের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই গবেষণা, লেখালেখি, গ্রন্থ প্রণয়ন, শিক্ষকতা এবং ফতোয়া প্রদানের কাজে ব্যয় করেন।

ইবনু রজবের পাণ্ডিত্য, সাধনা এবং ফিকহে হাম্বলির ওপর অসামান্য ব্যুৎপত্তি থাকার কারণে আলিমসমাজ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইবনু কাযি শুহবাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। তিনি মাযহাবের বিষয়সমূহ পুরোপুরি আয়ত্ত করার পূর্ব পর্যন্ত তাতে নিবিষ্ট ছিলেন। তিনি হাদীসে নববীর সনদ-মতন, তাহকিক ও ব্যাখ্যার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।'[১]

ইবনু হাজার আল-আসকালানি ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি অনেক উঁচু পর্যায়ের হাদিস-বিশারদ ছিলেন। উসুলুল হাদিস, রিজালশাস্ত্র তথা রাবিদের নাম ও জীবনবৃত্তান্ত, হাদিসের সনদ-মতন এবং হাদিসের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন।'[২]

ইবনু মুফলিহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন শায়খ, প্রাজ্ঞ আলিম, হাফিয, দুনিয়াবিমুখ এবং হাম্বলি মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি বহু জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।'[৩]

---

১. ইবনু কাযি আল-শুহবাহ প্রণীত তারিখ : ৩/১৯৫
২. ইবনু হাজার আল-আসকালানি প্রণীত ইনবাউল গামর : ১/৪৬০
৩. আল মাকসাদুল আরশাদ : ২/৮১

রচনাবলি

তিনি বহুসংখ্যক কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে, 'আল-কাওয়াইদ আল-কুবরা ফিল ফুরু'। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয় যে, 'গ্রন্থটি এ যুগের অন্যতম বিস্ময়।'[৪] তাঁর তিরমিযি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থকে সবচেয়ে বিস্তৃত এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলা হয়। তিরমিযি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাঁর লেখনী এত সমৃদ্ধ ছিল যে, আল-ইরাকি রাহ. তিরমিযি শরিফের নিজ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়নের সময় তাঁর সহায়তা নিতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানি ﵀ যার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন তাঁর যুগের বিস্ময়।'

উপরন্তু তিনি বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যায় অনেক মূল্যবান শরাহ রচনা করেছেন। যেমন : 'শারহু হাদিস মা যিবানি যাঈআন উরসিলা ফি গানাম', 'ইখতিয়ার আল-আওলা শারহু হাদিস ইখতিসাম আল-মালা আল-আলা', 'নুরুল ইকতিবাস ফি শারহু ওয়াসিয়্যাহ আন-নাবিয়্যিল ইবনু আব্বাস' এবং 'কাশফুল কুরবাহ ফি ওয়াসফি আহলিল গুরবাহ'।

তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদানসমূহের মধ্যে রয়েছে : 'তাফসীরু সূরা ইখলাস', 'তাফসীরু সূরা ফাতিহা', 'তাফসীরু সূরা নাসর' এবং 'আল-ইস্তিগনা বিল কুরআন'।

হাদিসশাস্ত্রে তাঁর রচনাবলির মধ্যে : 'শারহু ইলালিত তিরমিযি', 'ফাতহুল বারী শারহুস সহিহ আল-বুখারি' এবং 'জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম' অন্যতম।

ফিকহশাস্ত্রে তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে : 'আল-ইস্তিখরাজ ফি আহকামিল খারাজ' এবং 'আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ'।

জীবনীগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিস্ময়কর গ্রন্থ 'যাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলাহ'।

তাঁর নসিহাহমূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে : 'লাতাইফুল মাআরিফ' এবং 'আত-তাখওয়ীফ মিনান্নার'।

---

৪. ইবনু আবদুল হাদি প্রণীত যাইল আলা তাবাকাত ইবনু রজব : ৩৮

মৃত্যু

তিনি ৭৯৫ হিজরির রমযান মাসের ৪ তারিখ সোমবার রাতে দামেশকের আল-হুমারিয়্যাহ এ মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعَمِهِ، مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের পাক দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর সীমাহীন দয়া ও মেহেরবানি দ্বারা এই অনভিজ্ঞ, অধম ও অযোগ্য বান্দাকে তাঁর দীনের খিদমাত করার সুযোগ দিয়েছেন।

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত সমস্ত জিন ও ইনসানকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর ইবাদাতে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের ভুলত্রুটি, অবহেলা, উদাসীনতা ও অন্যায়-অপরাধের দরুন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রহমত ও মেহেরবানির ছায়া হতে দূরে সরে যায়। কিন্তু আল্লাহ আরহামুর রহিমীন, গাফুরুর রহীম। তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর বান্দাকে নিজের রহমত ও মাগফিরাতের ছায়াতলে ফিরে আসার পথকে শুধু খোলা রেখেই ছেড়ে দেননি; বরং বান্দাকে নানাভাবে অভয় দিয়ে তার প্রতিপালকের ছায়াতলে ফিরে আসার মহাসুযোগ করে দিয়েছেন। খুলে রেখেছেন ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুপ্রসারিত দুয়ার। পাশাপাশি এ কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কোনো বান্দা যেন মনে না করে যে সে নিজ যোগ্যতায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে কিংবা ইবাদাত-বন্দেগী ও কারামতি দিয়ে ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের সিঁড়ি মাড়িয়ে উতরে যাবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রহমত ও মাগফিরাতসহ তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে বান্দা সাফল্যের কোনো বন্দরেই নিজের নোঙর ফেলতে পারবে না। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত একমাত্র সত্তা, যিনি তাবৎ সৃষ্টিকুল হতে অমুখাপেক্ষী। আর আমরা তাঁর সৃষ্টি, যারা প্রতি মুহূর্তে সেই মহান জাতের মুখাপেক্ষী। আমাদের মতো মুখাপেক্ষী সৃষ্টির প্রতি দয়াময় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত নিজের দয়া ও মাগফিরাতের চাদর ছড়িয়ে রেখেছেন। তিনি প্রতিটি বান্দাকে তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে মাগফিরাত ও রহমতের মতো অবশ্য প্রয়োজনীয় নিয়ামত লাভের সহজ সুযোগ করে দিয়েছেন।

বক্ষ্যমাণ বইটিতে সর্বজনস্বীকৃত ও মুসলিমবিশ্বে তর্কাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য আলিমে দীন ইবনে রজব হাম্বলি ﵀-এর অসামান্য ও কালজয়ী কলমের দ্যুতিতে আমরা রহমত লাভের উপায় ও বিভিন্ন সময়ে ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের পথ ও পন্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

এখানে আমরা ইবনু রজব হাম্বলি ﵀-এর 'আল-মুহাজ্জাতু ফি সিয়ারিদ দুলজাহ' নামক পুস্তিকার অনুবাদ তুলে ধরেছি।

পুস্তিকাটি অনুবাদের ক্ষেত্রে যে সকল মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হলো :

১. কুরআনের আয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে মাআরিফুল কুরআনসহ বিভিন্ন অনুবাদ থেকে নকল করা হয়েছে।

২. বুখারী ও মুসলিম শরীফ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনাসমূহের সনদের মান তুলে ধরা হয়েছে।

৩. হাদিসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তাওহীদ পাবলিকেশন্সসহ কওমী মাদরাসায় পাঠ্য বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৪. সকল আয়াত, হাদিস, তাফসীর ও সালাফের বক্তব্যের আরবি ইবারত ইরাবসহ তুলে ধরা হয়েছে।

৫. সকল তথ্যসূত্র আরবি লিপি হতে নেয়া হয়েছে। কোনো গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হতে কোনো তথ্যসূত্র নেয়া হয়নি।

৬. অধিকাংশ তথ্যই অনলাইন শামেলা হতে সংগৃহীত।

৭. অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার উদ্ধৃতি দেননি। অনুবাদকের দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ চেষ্টার মাধ্যমে তা সংযুক্ত করা হয়েছে।

৮. অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের বর্ণনার সাথে মূল হাদিস বা তথ্যসূত্রের বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা পাওয়া গেছে। আমরা মূল তথ্যসূত্রে যেভাবে আছে তা-ই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

৯. গ্রন্থকারের জীবনী সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত লেখক, অনুবাদক ও দীনি ব্যক্তিত্ব জনাব জোজন আরিফ সাহেবের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

সর্বাত্মক চেষ্টার পরও মানবিক সীমাবদ্ধতার দরুন কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে নিশ্চিতরূপেই এর সবটুকু দায় আমার। তাই তথ্য-উপাত্ত বা মুদ্রণজনিত কোনো ভুল থাকলে পাঠকের নিকট তা শুধরে দেওয়ার বিনীত নিবেদন রইল।

অসামান্য এ গ্রন্থটির অনুবাদের কাজে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে, তাদের নাম উল্লেখ করতে পারলে খুব ভালো লাগত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এ সকল মুখলিস বান্দা ও বান্দীগণকে আল্লাহ তাআলা পার্থিব পরিচিতি ও সাধুবাদের পরীক্ষায় নিপতিত না করে আখিরাতের চিরসাফল্যে সম্মানিত করুন, এটাই আমার চাওয়া।

দীনের এই সামান্য খিদমাতের উসিলায় আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আখিরাত সুন্দর করে দিন। আমীন।

আহমাদ ইউসুফ শরীফ
দারুস সালীম মাদরাসা
মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০।
২৮ শাবান ১৪৪০ হিজরি মোতাবেক
২২ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ ও
৫ মে ২০১৯ ঈসায়ী।
রোজ রবিবার।

সূচিপত্র

ভূমিকা

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا

'তোমাদের কারও আমল কিছুতেই তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকেও না?' তিনি বললেন, 'আমাকেও না। তবে আল্লাহ ﷻ আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন। অতএব তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকো, নৈকট্য লাভ করো, সকাল ও সন্ধ্যা এবং রাতের শেষ প্রহরে আমল করতে থাকো আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। মধ্যপন্থা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।'[৫]

সহীহ বুখারীর শুরুর দিকের এক বর্ণনায় আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

'নিশ্চয় এই দীন সহজ বিষয়। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করবে দীন তার ওপর জয়ী হয়। অতএব তোমরা যথাযথ আমল করো, নৈকট্য লাভ করো, আশা রাখো এবং সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে (আমলের মাধ্যমে) চেষ্টা করো।'[৬]

---

৫. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৬৩। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ১৮, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও নিয়মিত আমল করা।

৬. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৯। অধ্যায় : ২, ঈমান। অনুচ্ছেদ : ২৯, দীন সহজ বিষয়।

আরেক বর্ণনায় আম্মাজান আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لا يُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ

'তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করো, নৈকট্য লাভ করো এবং আশা রাখো। কেননা, আমল কাউকে জান্নাতে নিতে পারবে না। তারা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিও না? তিনি বললেন, 'আমিও না। তবে আল্লাহ ﷻ আমাকে মাগফিরাত ও রহমত দ্বারা ঢেকে রেখেছেন'।'[৭]

আম্মাজান আয়িশা ﵂ থেকে আরও একটি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

'তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করো, নৈকট্য লাভ করো এবং আশা রাখো। কেননা, তোমাদের কারও আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা অল্প হয়।'[৮]

ওপরে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বাণীসমূহের আলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা পরিলক্ষিত হয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ ও মতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সন্ধান পাওয়া যায়।

৭. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৬৭। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ১৮, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও নিয়মিত আমল করা।

৮. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৬৪। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ১৮, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও নিয়মিত আমল করা।

গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি

ভূমিকায় উল্লেখিত হাদিসসমূহের আলোকে যে মূলনীতি জানা গেল তা হলো, 'শুধু আমল মানুষকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করে জান্নাতে নিতে পারবে না'।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক আয়াতেই পাওয়া যায়। যার কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো। আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ।"[৯]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

"তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতসমূহের যাতে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত।।"[১০]

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢)

---

৯. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৫
১০. সূরা তাওবা, ৯ : ২১

“(যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় এই যে,) তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। (তাহলে) তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করাবেন)। এটাই মহাসাফল্য।”[১১]

জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করার সাথে আল্লাহ ﷻ-এর মাগফিরাত (ক্ষমা) ও রহমতের (দয়া) সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও ক্ষমা ছাড়া জান্নাত লাভ করা সম্ভব নয়।

জনৈক সালাফ বলেছেন,

‘اَلْآخِرَةُ إِمَّا عَفْوُ اللهِ أَوِ النَّارُ، وَالدُّنْيَا إِمَّا عِصْمَةُ اللهِ أَوِ الْهَلَكَةُ’

‘আখিরাত হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ হতে ক্ষমার ঘোষণা, নতুবা জাহান্নাম। আর দুনিয়া হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ হতে নিরাপত্তা লাভ অথবা ধ্বংস।’

তাবিঈ মুহাম্মাদ বিন আওসা ﵀ মৃত্যুকালে তার সঙ্গীদের ডাক দিয়ে বলেন,

عَلَيْكُمُ السَّلَامُ إِلَى النَّارِ أَوْ يَعْفُو اللهُ

‘তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি জাহান্নাম অথবা আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহের দিকে চললাম।’[১২]

---

১১. সূরা সফ, ৬১ : ১১, ১২

১২. তারীখে দামেশক : ৫৬/১৭২

কুরআনের আয়াত ও রাসূল ﷺ-এর হাদিসে রহমত শব্দের আগে থাকা 'باء' 'বা' অক্ষরটির মর্মার্থ :

আল্লাহ ﷻ তাঁর পবিত্র কালাম 'কুরআনে' বলেন :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর এটিই জান্নাত, নিজেদের আমলের ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে।"[১৩]

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

"(তাদেরকে বলা হবে) পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে খাও এবং পান কর বিগত দিনে তোমরা যা (নেক 'আমাল) করেছিলে তার প্রতিদান স্বরূপ।"[১৪]

এই আয়াতদ্বয়ে আমলের বিনিময়ে জান্নাত ও তার মধ্যে থাকা নিয়ামত ভোগ করার যে ঘোষণা রয়েছে তার ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের দু-ধরনের মতামত রয়েছে।

এক. উলামায়ে কেরামের এক জামাআত বলেন, 'আল্লাহ ﷻ-এর রহমতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে আমলের বিনিময়ে মর্যাদার বিভিন্ন স্তর হবে।'

বিখ্যাত তাবে তাবিঈ সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহ. বলেন,

كَانُوْا يَرَوْنَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِ اللهِ وَدُخُوْلِ الْجَنَّةِ بِفَضْلِهِ وَاقْتِسَامُ الْمَنَازِلِ بِالْأَعْمَالِ

'তারা মনে করতেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে আল্লাহ ﷻ-এর দয়ায় এবং জান্নাত মিলবে তাঁর অনুগ্রহে। আর আমলের বিনিময়ে মর্যাদার বিভিন্ন স্তর হবে।'

---

১৩. সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭২

১৪. সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪

দুই. আয়াত দুটিতে উল্লেখিত ‘بَاء’ ‘বা’ অক্ষরটি বিনিময় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ আমলের বিনিময়ে বান্দাকে জান্নাত দান করবেন।

আর হাদিসে ‘لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ’ ‘আমল দ্বারা কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না’[১৫] বলার দ্বারা যে কথা বোঝানো হয়েছে তা হলো, ‘কোনো ব্যক্তি তার আমল দ্বারা জান্নাতে যাওয়ার অধিকার রাখে না’। এখানে ‘بَاء’ ‘বা’ অক্ষরটি সন্দেহ নিরসন করেছে। একটি ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছে।

যারা মনে করে যে, ‘আমল হলো জান্নাতের বিনিময় মূল্য’ এই হাদিস তাদের সন্দেহ দূর করে দেবে। কেননা, আমল যদি জান্নাতের বিনিময় মূল্য হয়ে থাকে, তাহলে আমলদার ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাতের হকদার হয়ে যান। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ ﷻ-এর নিকট জান্নাত পাওয়ার অধিকার অর্জন করেন। যেমন : কেউ কোনো পণ্যের মূল্য পরিশোধ করলে উক্ত পণ্যটির ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সে তা পাওয়ার অধিকার রাখে।

হাদিসে জান্নাতের ব্যাপারে এ ধরনের ধারণাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। এবং বর্ণনা করা হয়েছে যে, ‘আমল যদি জান্নাতের বিনিময় হয়েও থাকে, তবে তাও হবে আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও অনুগ্রহে।’

অতএব স্পষ্ট কথা হলো, জান্নাতে প্রবেশের সাথে আল্লাহ ﷻ-এর দয়া, অনুগ্রহ ও মাগফিরাতের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, আমল করার তাওফীক ও কবুল করার অনুগ্রহ সেই পাক জাতের ইচ্ছাধীন। তিনি তাওফীক না দিলে কিংবা কবুল না করলে কিছুই কাজে আসবে না। বুখারীর এক বর্ণনায় আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي

১৫. হাদিসে হুবহু এমন শব্দ নেই। উল্লেখিত আরবি বাক্যটি সহীহ মুসলিমের একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম। অধ্যায় : ৫০; কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা। অনুচ্ছেদ : ১৭, ‘بَابُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، بَلْ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى’ ‘আল্লাহ তাআলার রহমত ব্যতীত কোনো ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না’। এই অনুচ্ছেদের হাদিসসমূহে বিভিন্নভাবে শিরোনামের সমর্থন পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা জান্নাতকে বলেন, “তুমি হলে আমার রহমত। তোমার মাধ্যমে আমি বান্দাগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা দয়া করব।”[১৬]

ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ ﷺ তার একাধিক গ্রন্থে লিখেছেন,

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ *** كَلَّا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائِعُ

إِنْ عُذِّبُوْا فَبِعَدْلِهِ أَوْ نُعِّمُوا *** فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الْكَرِيْمُ الْوَاسِعُ

তিনি মহান রব, যার ওপর বান্দার কোনো দায়িত্ব বর্তায় না,

কখনোই না। তবে কারও চেষ্টাও তিনি বিফলে ফেলেন না।

যাকে তিনি শাস্তি দেন। ন্যায়বিচারের মানদণ্ডেই দেন।

আর যাকে শাস্তি দেন। নিজের অনুগ্রহে দান করেন।

তিনি তো সুপ্রশস্ত অনুগ্রহের একচ্ছত্র অধিকারী।[১৭]

‘اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ’ তথা আল্লাহ ﷻ-এর প্রশংসা সকল নিয়ামতের মূল্য

তাবে তাবিঈ হাবীব ইবনুশ শহীদ ﷺ হাসান বসরী ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَمَنُ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثَمَنُ الْجَنَّةِ

‘আল্লাহ তাআলার ‘হামদ’ তথা প্রশংসা হলো সকল নিয়ামতের মূল্য আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য জান্নাতের মূল্য।’[১৮]

---

১৬. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৮৫০। অধ্যায় : ৬৫, তাফসীর। অনুচ্ছেদ : ২৮৬, সূরা ক্বাফের ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।

১৭. বাদাইউত তাফসীর : ৩/৩৩৮। সূরা তীনের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। সেখানে অবশ্য ‘চেষ্টার’ পরিবর্তে ‘অনুগ্রহ’ শব্দ রয়েছে। আত-তিবয়ান ফি আকসামিল কুরআন : ৩৮। সেখানেও অনুগ্রহ শব্দ রয়েছে। এই গ্রন্থের এক লিপিতেও তা-ই আছে এবং এটাই সঠিক।

১৮. আবুল আলা ছাঈদ ইবনুল হাসান (মৃত্যু : ৪১৭ হি.) রচিত কিতাবুল ফুসূস : ২/৪৪৬ এ উক্তিটি হাদিস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইবনু রজব হাম্বলি ﷺ-এর মতে এটি হাসান বসরী ﷺ-এর উক্তি। এবং এটাই অধিকতর সঠিক।

একাধিক সাহাবী হতে একই অর্থ-বিশিষ্ট হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আনাস ﵁ হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত,

ثَمَنُ الْجَنَّةِ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ ثَمَنُ النِّعْمَةِ الْحَمْدُ للهِ

''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য জান্নাতের মূল্য। আর আল্লাহ তাআলার 'হামদ' তথা প্রশংসা হলো সকল নিয়ামতের মূল্য।''[১৯]

প্রথম বাক্যটির হাদিস হওয়া নিয়ে সংশয় আর দ্বিতীয় বাক্যটি হাদিস হিসেবে দুর্বল হলেও এই বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের আয়াত রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।"[২০]

এই আয়াতের অর্থে চোখ বুলালে মনে হয় যে, মানুষের জীবন ও সম্পদ হলো জান্নাতের মূল্য।

এর উত্তর হলো, আল্লাহ ﷻ তাঁর দয়া, রহমত, অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও উদারতার দরুন তাঁর বান্দাগণকে স্বাভাবিক ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর পরিচিতি লাভ ও প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং তদনুযায়ী বিনিময়ের ঘোষণা দিয়ে সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

---

১৯. দাইলামী ﵀,আল ফিরদাউস, হাদিস নং : ২৫৪৮; জামিউল কাবীর, হাদিস নং : ১১০৯৩। সনদ দুর্বল।
২০. সূরা তাওবা, ৯ : ১১১

আল্লাহ ﷻ নিজেকে ক্রেতা ও ঋণগ্রহীতার ভূমিকায় রেখে বান্দাকে বিক্রেতা ও ঋণদাতা হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বান্দার ডাকে রবের সাড়াদান এবং রবের ডাকে বান্দার আনুগত্যের এক পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তা না হলে বাস্তবতা হলো, আল্লাহ ﷻ নিজেই সবকিছুর একক মালিক। তিনি তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও রহমতের বশবর্তী হয়ে এসব মানুষের হাতে ছেড়ে রেখেছেন। সত্যিকারার্থে তিনিই তো সকল জান ও মালের একক মালিক। আর এ জন্যই বিপদ-আপদে তিনি আমাদের পড়তে বলেছেন,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[২১]

তিনি একাই সবকিছুর মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে যে তিনি জান-মাল দিয়ে আবার তা বিক্রি করার ও ঋণ দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, এ জন্য তাঁর প্রশংসা তথা 'হামদ' পাঠ করা চাই।

সম্পদের মালিক যেভাবে সম্পদহীনের কাছে সম্পদ বিক্রয় করে বা ঋণ দিয়ে তাকে সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ করে দেন। আল্লাহ ﷻ-ও ঠিক তেমনিভাবে মানুষকে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমল করার সুযোগ দিয়েছেন। যেন এর বিনিময়ে বা প্রতিদানে সে কিছু লাভ করতে পারে। এ জন্য তাঁর 'হামদ' (প্রশংসা) করা আবশ্যক।

আবার আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত নিয়ামত, আমল করার তাওফীক এবং আমলের বিনিময়ে পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপও তাঁর প্রশংসা করা চাই। বেশি বেশি হামদ পাঠ করা চাই।

---

২১. সূরা বাকারা, ২ : ১৫৬

নিয়ামত এবং হামদ, পার্থক্য কোথায়?

আনাস رضي الله عنه হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ

আল্লাহ ﷻ বান্দাকে কোনো নিয়ামত দেওয়ার পর সে যদি 'الْحَمْدُ لِلهِ' 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর' বলে, তবে এই 'হামদ' পাঠ করা তাকে দান করা বস্তুর চেয়ে উত্তম হয়।[২২]

উমর বিন আব্দুল আজীজ ও হাসান বসরী رحمهما الله সহ পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অনেকের বক্তব্যেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। নবীন ও প্রবীণ উলামায়ে কেরামও তা-ই মনে করেন। আর এটাই স্পষ্ট।

তবে পার্থক্য হলো, হাদিসে নিয়ামত দ্বারা পার্থিব তথা দুনিয়াবী নিয়ামত বোঝানো হয়েছে। আর 'হামদ' হলো দীনি নিয়ামত। আর দীনি নিয়ামত স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়াবী নিয়ামত হতে উত্তম। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যখন বান্দার কাজকর্মের সাথে জুড়ে যায়, তখন আল্লাহ ﷻ তাকে দুটি নিয়ামতের অধিকারী বানিয়ে দেন। একটিকে অন্যটির সমান বানিয়ে দেন।

এ কারণেই পূর্ববর্তীগণের বিভিন্ন লেখায় নিম্নোক্ত বাক্যটি পাওয়া যায়,

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُدَافِعُ نِقَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যার প্রশংসা নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে, দুর্ভাগ্য বিদূরিত করে এবং নিয়ামত বৃদ্ধিতে যথেষ্ট হয়।[২৩]

---

২২. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৩৮০৫। অধ্যায় : ৩৩, শিষ্টাচার। অনুচ্ছেদ : ৫৫, হামদ পাঠকারীর ফযীলত। সনদ হাসান। তবে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে 'শাবীব বিন বিশর' সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইবনু হাতিম رحمه الله-এর মতে তিনি ভুলে যেতেন। তাহযীবুল কামাল : ১২/৩৫৯-৩৬০, ব্যক্তি নং : ২৬৮৯

২৩. ইমাম মুনযিরী رحمه الله তার আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (হাদিস নং : ২৪২৮) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنهما এ ধরনের একটি বর্ণনা এনেছেন। তবে সেখানে মাঝের 'দুর্ভাগ্য' বিষয়ক বাক্যটি নেই। কিন্তু পূর্ণ বাক্যটি উলামায়ে আসলাফের বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় 'হামদ ও ছানায়' ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আল্লাহ ﷻ-এর 'হামদ' (প্রশংসা) পাঠও জান্নাতের মূল্য বলে প্রতীয়মান হয়।

জান্নাত এবং নেক আমল—দুটোই আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহ

গভীরভাবে ভেবেচিন্তে দেখলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, জান্নাত এবং নেক আমল দুটোই মুমিন বান্দার প্রতি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ হতে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। আর এ কারণেই জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا۟ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর তারা বলবে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এ পথ দেখিয়েছেন, আমরা কিছুতেই পথ পেতাম না যদি না আল্লাহ আমাদেরকে পথ দেখাতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ প্রকৃত সত্য নিয়েই এসেছিলেন। তাদেরকে আহবান করে জানানো হবে- 'তোমরা (দুনিয়াতে) যে 'আমল করতে তার ফলে তোমরা এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ।"[২৪]

জান্নাতী মুমিনগণ যখন তাদের প্রতি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ হতে নিয়ামতস্বরূপ জান্নাতের কথা স্বীকার করবে এবং এর মূল কারণ হিসেবে হিদায়াতের নূরকে চিহ্নিত করতে পারবে, তখন তারা অপার্থিব এই দুই নিয়ামতের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর প্রশংসায় মেতে উঠবে। তাদের সে প্রশংসার জবাবে বলা হবে :

'أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ'

"তোমরা (দুনিয়াতে) যে 'আমল করতে তার ফলে তোমরা এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ।"

অতঃপর তাদের আমলকে আরও বৃদ্ধি করে তাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করা হবে।

---

২৪. সূরা আরাফ, ৭ : ৪৩

উদাহরণ দিতে গিয়ে কোনো কোনো সালাফ বলেন, বান্দা যখন গুনাহ করে বলে, 'হে আল্লাহ, এই গুনাহ তো আপনিই আমার তাকদীরে রেখেছেন।'

আল্লাহ ﷻ তখন বলেন, "তুমি গুনাহ করেছ। তুমি অবাধ্যতা করেছ।"

আর গুনাহগার বান্দা যখন বলে, 'হে আল্লাহ, আমি ভুল করেছি। অন্যায় করেছি। গুনাহ করেছি।'

আল্লাহ ﷻ বলেন, "আমি তোমার তাকদীর নির্ধারণ করেছি। আর আমি ক্ষমতার অধিকারী। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য—আল্লাহ ﷻ-এর সুবিচার ও রহমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়

শুরুতেই রাসূল ﷺ-এর পবিত্র বাণী হতে আমরা জেনেছি যে, 'لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ' 'আমল দ্বারা কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'[২৫] অর্থাৎ 'لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ' 'তোমাদের কারও আমল কিছুতেই তাকে মুক্তি দিতে পারবে না'।[২৬]

অতএব মানুষের নেক আমল করার তাওফীক ও তার সাওয়াব প্রদানের পাশাপাশি সাওয়াবের পরিমাণ বৃদ্ধির পুরো ব্যাপারটিই আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ অনুগ্রহ। প্রতিটি নেক আমল বা তার বিনিময় দশ গুণ বৃদ্ধি করা, ক্ষেত্রবিশেষে সাত শ গুণ কিংবা তারচেয়েও অনেক অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়াটাও একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহ। তিনি যদি গুনাহের মতোই একটি নেক আমলের সাওয়াব একটিই লিখতেন, তাহলে বান্দা কিছুতেই গুনাহের বোঝা হালকা করে নেক আমলের পাল্লা ভারী করতে পারত না। এবং ফলে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠত। বাঁচার কোনো উপায় হতো না।

---

২৫. হাদিসে হুবহু এমন শব্দ নেই। উল্লেখিত আরবি বাক্যটি সহীহ মুসলিমের একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম। অধ্যায় : ৫০; কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা। অনুচ্ছেদ : ১৭, 'بَابُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى' 'আল্লাহ তাআলার রহমত ব্যতীত কোনো ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'। এই অনুচ্ছেদের হাদিসসমূহে বিভিন্নভাবে শিরোনামের সমর্থন পাওয়া যায়।

২৬. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৬৩। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ১৮, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও নিয়মিত আমল করা।

এক দীর্ঘ বর্ণনায় সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হাশরের ময়দানে সৌভাগ্যবান, দুর্ভাগা আর নেক আমলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

فَإِنْ يَكُنْ كَانَ وَلِيًّا لِلَّهِ فَضَلَتْ لَهُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ يُضَاعِفُهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا» وَإِنْ كَانَ عَبْدًا شَقِيًّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، وَبَقِيَ طَالِبُونَ كَثِيرٌ، فَيَقُولُ: خُذُوا مِنْ أَعْمَالِهِمُ السَّيِّئَةِ فَأَضِيفُوهَا إِلَى عَمَلِهِ السَّيِّئِ، ثُمَّ صُكُّوا بِهِ إِلَى النَّارِ صَكًّا

সে যদি আল্লাহ ﷻ-এর পছন্দের বান্দা হয়, তাহলে তার ধূলিকণা পরিমাণ আমলকেও আল্লাহ ﷻ নিজ অনুগ্রহে বৃদ্ধি করতে করতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا' "এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সাওয়াব দান করেন" (সূরা নিসা, ৪ : ৪০)। আর যদি সে দুর্ভাগা হয়, তখন ফিরিশতাগণ বলবেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তার পুণ্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। অনেক পাওনাদার এখনো বাকি আছে।' তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "অন্যদের আমলনামা থেকে গুনাহসমূহ নিয়ে তার আমলনামায় সংযুক্ত করো। অতঃপর তাকে গলাধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।"[২৭]

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, আল্লাহ ﷻ যাকে সৌভাগ্য দান করতে চাইবেন, তিনি তার নেক আমলকে বৃদ্ধি করে দেবেন। এমনকি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী এবং পাওনাদারদের লেনদেনও তিনি মিটিয়ে দেবেন। তার আমলনামায় যদি ধূলিকণা পরিমাণ নেক আমলও বাকি থাকে, তিনি তা বাড়িয়ে জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী করে দেবেন। আর এ সবই হবে একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর রহমত ও অনুগ্রহে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ ﷻ যাকে দুর্ভাগার কাতারে ছুড়ে ফেলতে চাইবেন, একদিকে তার বিপক্ষে অভিযোগের পাহাড় দাঁড়াবে। অন্যদিকে সৌভাগ্যবান বান্দার মতো

---

২৭. আয-যুহদু ওয়ার রকাইক লি ইবনিল মুবারক : ১/৪৯৭; তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/২৬৭, সূরা নিসার ৪০-৪২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। তাফসীরে তাবারী : ৭/৩২, সূরা নিসার ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।

তার নেক আমলকে বৃদ্ধি করা হবে না। দশ গুণ বাড়িয়ে পাওনাদারের লেনদেন মিটানোর সুযোগও তাকে দেওয়া হবে না। যার ফলে গুনাহের বিশাল বোঝা নিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এটা আল্লাহ ﷻ-এর যথাযথ সুবিচার। আর প্রথমজনেরটা আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহ।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ رحمه الله বলেন,

إِذَا بَسَطَ فَضْلَهُ لَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ سَيِّئَةٌ، وَإِذَا جَاءَ عَدْلُهُ لَمْ يَبْقَ لِأَحَدٍ حَسَنَةٌ

আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহ বিস্তৃত হলে কারও কোনো গুনাহই বাকি থাকবে না। আর তার ন্যায়বিচার প্রকাশ পেলে কারও কোনো পুণ্যই বাকি থাকবে না।

রাসূল ﷺ-এর হাদিসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেন, ‘مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ’ ‘যার খুঁটিনাটি হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।’[২৮]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ‘مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ’ ‘যার হিসাব খতিয়ে দেখা হবে, তাকে আযাব দেয়া হবে।’[২৯]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, ‘إِنَّهُ مَنْ حُوسِبَ خُصِمَ’ ‘যার হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।’[৩০]

আবু নুআইম ইস্পাহানী رحمه الله তার ‘হিলইয়াতুল আওলিয়া’ গ্রন্থে আলী رضي الله عنه বর্ণিত হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنْ قُلْ لِأَهْلِ طَاعَتِي مِنْ أُمَّتِكَ: لَا يَتَّكِلُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ، فَإِنِّي لَا أُقَاصُّ عَبْدًا الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

---

২৮. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৪৯৩৯। আয়িশা رضي الله عنها হতে। অধ্যায় : ৬৫, তাফসীর। অনুচ্ছেদ : ৩৪৮, সূরা ইনশিকাকের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৮৭৬

২৯. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৫৩৬। আয়িশা رضي الله عنها হতে। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ৪৯, যার হিসাব খতিয়ে দেখা হবে, তাকে আযাব দেয়া হবে। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৮৭৬

৩০. আল-মুসতাদরাকু লিল হাকিম আলাস সহীহাইন : ৪/৬২৩, হাদিস নং : ৮৭২৮। আয়িশা رضي الله عنها হতে। সনদ দুর্বল।

ثُمَّ أَشَاءُ أَنْ أُعَذِّبَهُ إِلَّا عَذَّبْتُهُ، وَقُلْ لِأَهْلِ الْمَعَاصِي مِنْ أُمَّتِكَ: لَا يُلْقُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَإِنِّي أَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ وَلَا أُبَالِي

নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ বনী ইসরাইলের নবীগণের মধ্য হতে একজন নবীর প্রতি এই মর্মে অহী প্রেরণ করলেন যে, "আপনার উম্মতের মধ্যে যারা আমার অনুগত তাদের বলুন, তারা যেন নিজেদের আমলের ওপর আস্থাশীল না হয়ে পড়ে। কেননা, কিয়ামতের দিন আমি যদি কারও হিসাব মিটিয়ে দিতে না চাই, তাহলে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দিতে পারি। আর আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে যারা আমার অবাধ্যতা করে তাদেরকে বলুন, তারা যেন হাত ছেড়ে হতাশ না হয়ে যায়। কেননা, আমি মারাত্মক সব গুনাহও ক্ষমা করে থাকি। আর এ ব্যাপারে আমি কারও পরোয়া করি না।"[৩১]

আব্দুল আজীজ বিন আবু রাওয়াদ ﷺ বলেন,

أَوْحَى اللهُ إِلَى دَاوُدَ: يَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ , وَأَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ , فَكَأَنَّهُ عَجِبَ , فَقَالَ: رَبِّ أُبَشِّرُ الْمُذْنِبِينَ وَأُنْذِرُ الصِّدِّيقِينَ قَالَ: نَعَمْ بَشِّرِ الْمُذْنِبِينَ أَنْ لَا يَتَعَاظَمَنِي ذَنْبٌ أَغْفِرُهُ لَهُمْ , وَأَنْذِرِ الصِّدِّيقِينَ أَنَّهُمُ احْتَجُّوا بِأَعْمَالِهِمْ فَإِنِّي لَا أَضَعُ عَدْلِي وَإِحْسَانِي عَلَى عَبْدٍ إِلَّا هَلَكَ

আল্লাহ ﷻ দাউদ ﷺ নিকট এই মর্মে অহী প্রেরণ করলেন যে, "হে দাউদ, আপনি পাপীদের সুসংবাদ দিন এবং সৎ লোকদের সতর্ক করুন।"
দাউদ ﷺ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রব! আমি পাপীদের সুসংবাদ দেবো আর সৎ লোকদের সতর্ক করব?'
আল্লাহ ﷻ বললেন, "হ্যাঁ, আপনি গুনাহগারদের এই বলে সুসংবাদ দিন যে, তারা এমন কোনো গুনাহ করে বসেনি যা আমি ক্ষমা করব না। আর সৎ লোকদের এই বলে সতর্ক করুন যে, তারা যেন নিজেদের আমলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। কেননা, আমি যদি কোনো বান্দার ওপর আমার ন্যায়বিচার ও দয়ার চাদর মেলে না দিই, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৩২]

---

৩১. আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী : ৫/১১৮, হাদিস নং : ৪৮৪৪। সনদ গরিব। হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ৪/১৯৩, ১৯৪। সনদ গরিব।
৩২. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ৮/১৯৫

সুফয়ান বিন উআইনাহ ﷺ বলেন,

‘اَلْمُنَاقَشَةُ سُوْءُ الْاِسْتِقْصَاءِ حَتَّى لَا يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْءٌ’

‘মন্দ ধরনের তদন্ত ও অনুসন্ধানের একটি হলো খুঁটিনাটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা। এতে কোনোকিছুই বাদ পড়ে না।’

আব্দুর রহমান বিন যায়িদ ﷺ বলেন,

اَلْحِسَابُ الشَّدِيْدُ الَّذِي لَيْسَ فِيْهْ شَيْءٌ مِنَ الْعَفْوِ، وَالْحِسَابُ الْيَسِيْرُ الَّذِي تُغْفَرُ ذُنُوْبُهُ وَتُقْبَلُ حَسَنَاتُهُ

‘কঠিন হিসাব হলো, যে হিসাবের মধ্যে কোনো দয়া ও অনুগ্রহ নেই। আর সহজ হিসাব হলো, গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া এবং নেক আমল কবুল হওয়া।’

এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষমা, অনুগ্রহ, দয়া ও উত্তম বিনিময় প্রদান ছাড়া বান্দার মুক্তির কোনো উপায় নেই। আল্লাহ ﷻ যদি শুধু ন্যায়বিচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাতেও বান্দা ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র কালামেই এর প্রমাণ মিলে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

“এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা (প্রাপ্ত) নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”[৩৩]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, হাশরের ময়দানে মানুষকে পার্থিব জীবনের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে এসব নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করেছিল কি না?

যদি কোনো বান্দাকে তার সুখ-শান্তি, শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি এবং সুখময় জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, সে এ সবকিছুর শুকরিয়া আদায় করেছে কি না? তার জীবনের সমস্ত নেক আমলও অল্প কিছু নিয়ামতের জন্যও যথেষ্ট হবে না। অল্প কিছু নিয়ামতের বিনিময়ে সমস্ত আমল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার

---

৩৩. সূরা তাকাসুর, ১০২ : ৮

পর বাকি নিয়ামতের বিনিময় শোধে কপর্দকশূন্য ও ব্যর্থ অবস্থায় জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে পড়বে।

ইমাম আবু বকর আল-খরাইতী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ হতে দুর্বল সনদের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি মারফু হাদিস বর্ণনা করেন, যেখানে রাসূল ﷺ বলেন,

يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: انْظُرُوا فِي عَمَلِ عَبْدِي وَنِعْمَتِي عَلَيْهِ، فَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُونَ: وَلَا بِقَدْرِ نِعْمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ نِعَمِكَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا فِي عَمَلِهِ سَيِّئِهِ وَصَالِحِهِ، فَيَنْظُرُونَ فَيَجِدُونَهُ كَفَافًا، فَيَقُولُ: عَبْدِي، قَدْ قَبِلْتُ حَسَنَاتِكَ، وَغَفَرْتُ لَكَ سَيِّئَاتِكَ، وَقَدْ وَهَبْتُ لَكَ نِعْمَتِي فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ

'কিয়ামতের দিন এক বান্দাকে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ ﷻ ফিরিশতাগণকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, "এই বান্দার প্রতি আমার নিয়ামত ও তার আমলসমূহের হিসাব করো।" তারা বলবেন, 'তার সমস্ত আমল আপনার একটি নিয়ামতের সমতুল্যও নয়।' এবার আল্লাহ ﷻ বলবেন, "তার ভালো ও মন্দ আমলের হিসাব করো।" ফিরিশতাগণ হিসাব করে সেখানে সামান্য নেক আমল খুঁজে পাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ ﷻ বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, "হে আমার বান্দা, আমি তোমার নেক আমলসমূহ কবুল করে নিলাম। গুনাহসমূহ মাফ করে দিলাম। আর তোমাকে দেওয়া নিয়ামতসমূহ দান করলাম। বিনিময় নেওয়া হবে না।"'[৩৪]

ইমাম তাবরানী ﷺ রাসূল ﷺ-এর হাদিস বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْعَمَلِ، وَلَوْ وُضِعَ عَلَى جَبَلٍ لَأَثْقَلَهُ فَتَقُومُ النِّعْمَةُ مِنْ نِعَمِ اللهِ فَيَكَادُ أَنْ يُسْتَنْفَذَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ

৩৪. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২/৭৯। ২৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়। জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম গ্রন্থে 'ফযীলাতুশ শুকরি লিল্লাহি আলা নিআমিহি (খরাইতী) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া থাকলেও সেখানে বর্ণিত হাদিসটির শব্দ ও বাক্য কিছুটা ভিন্ন। তবে অর্থ এক। দেখুন : ফযীলাতুশ শুকরি লিল্লাহি আলা নিআমিহি (খরাইতী) : ৫৭। সনদ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি এত বেশি আমল নিয়ে হাজির হবে যে, তা পাহাড়ের ওপর রাখলে পাহাড় ধসে যাবে। অতঃপর আল্লাহ ﷻ-এর একটি নিয়ামতকে তার সমস্ত আমলের বিপরীতে রাখা হবে। অবশেষে তার সমস্ত আমল নিঃশেষ হয়ে আল্লাহ ﷻ-এর রহমতের সুদীর্ঘ ছায়া ব্যতীত তার কোনো উপায় থাকবে না।'[৩৫]

আল্লামা ইবনু আবিদ-দুনিয়া ﷺ আনাস বিন মালিক ﷺ হতে মারফু সূত্রে রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন। তিনি ﷺ বলেন,

يُؤْتَى بِالنِّعَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَيَقُولُ لِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ: خُذِي حَقَّكِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَمَا تَتْرُكُ لَهُ حَسَنَةً إِلَّا ذَهَبَتْ بِهَا

কিয়ামতের দিন বান্দার পাপ ও পুণ্যের সাথে আল্লাহ ﷻ-এর নিয়ামতসমূহকেও হাজির করা হবে। অতঃপর একটি নিয়ামতকে বলা হবে, 'তুমি তার নেক আমল হতে নিজের হক আদায় করে নাও।' এই আদেশ পেয়ে নিয়ামতটি বান্দার সব আমল নিয়ে চলে যাবে।[৩৬]

ওহাব বিন মুনাব্বিহ ﷺ বলেন,

عَبَدَ اللهَ عَابِدٌ خَمْسِينَ عَامًا، وَأَوْحَى اللهُ: أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ: يَا رَبِّ، وَمَا تَغْفِرُ لِي وَلَمْ أُذْنِبْ، فَأَذِنَ لِعِرْقٍ فِي عُنُقِهِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَنَمْ وَلَمْ يُصَلِّ، ثُمَّ سَكَنَ فَنَامَ، فَأَتَاهُ مَلَكٌ فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَقِيتَ مِنْ ضَرَبَانِ الْعِرْقِ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: عِبَادَتُكَ خَمْسِينَ سَنَةً تَعْدِلُ سُكُونَ هَذَا الْعِرْقِ

'এক বান্দা পঞ্চাশ বছর আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদাত করল। আল্লাহ ﷻ তার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, "আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কিসের জন্য ক্ষমা করা হলো? আমি তো গুনাহ করিনি!'

---

৩৫. আল মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী : ১২/৪৩৬, হাদিস নং : ১৩৫৯৫। আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ হতে। সনদ দুর্বল। মজমাউজ জাওয়াইদ : ১০/৪২০, হাদিস নং : ১৮৭৬৭

৩৬. আশ শুকরু লি ইবনি আবিদ-দুনিয়া : ২৪; দাইলামী ﷺ, আল-ফিরদাউস : ৮৭৬০। সনদ দুর্বল।

আল্লাহ ﷻ তখন তার ঘাড়ের একটি রগকে বিগড়ে যেতে হুকুম করলেন। রগটি বিগড়ে গিয়ে তাকে কষ্টে ফেলে দিলো। সে না ঘুমাতে পারল। না নামায আদায় করতে পারল। কিছু সময় পর রগটি ঠিক হয়ে গেলে সে প্রশান্তি লাভ করল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে এক ফিরিশতা তার সাথে সাক্ষাৎ করলে সে ফিরিশতার নিকট অভিযোগ করে বলল, 'ঘাড়ের রগে ব্যথাটা দেখেছেন?' ফিরিশতা বললেন, 'তোমার প্রতিপালক বলেছেন, তোমার পঞ্চাশ বছরের ইবাদাত এই রগের যন্ত্রণার উপশম হিসেবে কেটে নেওয়া হয়েছে।'[৩৭]

এক দীর্ঘ হাদিসে জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ রাসূল ﷺ-এর বাণী নকল করেন। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

জিবরীল ﷺ বলেন, 'এক বান্দা সমুদ্রে অবস্থিত এক পাহাড়ের চূড়ায় পাঁচ শ বছর আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদাত করেন। সেখানে তার ইবাদাতের জন্য আল্লাহ ﷻ বিভিন্ন নিয়ামতের ব্যবস্থা করে দেন।

তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আল্লাহ ﷻ তাকে তার পছন্দসই অবস্থায় মৃত্যু দান করেন। মৃত্যুর পর তাকে আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে উপস্থিত করা হলে আল্লাহ ﷻ বলেন, "আমার বান্দাকে আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাও।" সে বলে, 'আপনার রহমতে নয়; বরং আমার আমলের বিনিময়ে।' আল্লাহ ﷻ আবারও রহমতের কথা বলেন। প্রত্যুত্তরে সে নিজের আমলের কথা তুলে ধরে। এভাবে তিনবার কথোপকথনের পর আল্লাহ ﷻ বলেন, "তার আমল ও আমার রহমতের হিসাব করো।" হিসাব করে দেখা গেল, তার পাঁচ শ বছরের ইবাদাত শুধু দৃষ্টিশক্তির নিয়ামতের বিনিময়ে ফুরিয়ে গেছে। অন্যান্য নিয়ামত এখনো রয়ে গেছে।

আল্লাহ ﷻ বললেন, "তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।" এবার ফিরিশতাগণ তাকে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। সে কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল, 'ইয়া রব, আপনার রহমতই সব। আপনার রহমত দ্বারা আপনি আমাকে জান্নাত দান করুন।' অতঃপর তাকে আবার আল্লাহ ﷻ-এর সামনে

---

৩৭. শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : ৬/৩৪৩। বর্ণনা নং : ৪৩০২, কোনো কোনো লিপিতে ৪৬২। আশ শুকরু লি ইবনি আবিদ-দুনিয়া : ১৪৮; হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ৪/৬৮।

উপস্থিত করা হলো। আল্লাহ ﷻ তাকে বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সে কোনোটাই অস্বীকার করতে পারল না। অবশেষে আল্লাহ ﷻ নিজ রহমতে তাকে জান্নাত দান করলেন। ঘটনা বর্ণনা শেষে জিবরীল ﷺ বলেন, 'হে মুহাম্মাদ, সমস্ত নিয়ামতই আল্লাহ ﷻ-এর রহমত।'[৩৮]

সকলের জন্য অবশ্যজ্ঞাতব্য

ইতিপূর্বের আলোচনা গভীরভাবে পাঠ করার পর একটা বিষয় সকলের সামনেই সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। আর তা হলো, আমল যত বেশি হোক, তা নাজাতের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। আমল দ্বারা কেউ আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে জান্নাতে প্রবেশ কিংবা জাহান্নাম হতে মুক্তির দাবি জানাতে পারবে না। এই অধিকার কারও নেই।

এ কথা জানার পর স্বাভাবিকভাবেই আমলদার বান্দাগণ নিজের আমলকে তুচ্ছ মনে করবেন। শুধু আমলের ওপর আস্থা রাখার সুযোগ খুঁজবেন না। তা আমল বা সৎকর্ম যত বেশিই হোক।

নেককার আমলদার বান্দার অবস্থাই যদি এমন হয়, তাহলে যাদের বেশি বেশি আমল নেই। সৎকর্ম নেই। তাদের কী হবে?

তাই যাদের আমলে ঘাটতি রয়েছে তাদের ভেবে দেখা উচিত, এই নিদারুণ ঘাটতির ব্যাপারে তাওবা ও ইসতিগফারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

আল্লাহ ﷻ-এর শুকরিয়া আদায় করা একটি বিশাল নিয়ামত

যে ব্যক্তি নেক আমল করার সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং বেশি বেশি নেক আমল করে, তার উচিত বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করতে থাকা। কেননা, আমল করার তাওফীক বান্দার জন্য আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ হতে এক বিশাল নিয়ামত।

---

৩৮. মূল বর্ণনা : আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন লিল হাকিম : ৪/২৭৮, হাদিস নং : ৭৬৩৭। এই বর্ণনায় সুলাইমান বিন হারামকে নিয়ে কিছুটা সংশয় থাকলেও ইমাম হাকিম رحمه الله-এর মতে সহীহ।

তাই এই সৌভাগ্য লাভে ধন্য হওয়ার দরুন বেশি বেশি শুকরিয়া করা জরুরি। শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে নিজের আমলকে সামান্য মনে করাও জরুরি।

যেমন : ওহাইব ইবনুল ওয়ারদ ﷺ-কে আমলের বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমলের বিনিময় সম্পর্কে প্রশ্ন কোরো না; বরং যিনি এই আমলের তাওফীক দান করেছেন তাঁর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন করো।'

আবু সুলাইমান দারানী ﷺ বলেন,

كَيْفَ يَعْجَبُ عَاقِلٌ بِعَمَلِهِ وَإِنَّمَا يُعَدُّ الْعَمَلُ نِعْمَةً مِنَ اللهِ إِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْكُرَ وَيَتَوَاضَعَ، وَإِنَّمَا يَعْجَبُ بِعَمَلِهِ الْقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ، فَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَعْجَبُ

'বুদ্ধিমান মানুষ নিজের আমল নিয়ে কীভাবে খুশি হতে পারে? আমল তো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ হতে এক বিশেষ নিয়ামত। আমলকারীর তো উচিত বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা এবং বিনয়াবনত থাকা। নিজ আমলে খুশি হওয়া তো ভ্রান্ত 'কাদরিয়াদের' কাজ, যারা মনে করে যে আমল মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়। আর যারা মনে করে যে তারা আমল সৃষ্টিকারী, তারা তো যেকোনো বিষয়েই আত্মপ্রসাদে ভুগতে পারে।'[৩৯]

অর্থাৎ কাদরিয়া সম্প্রদায় আমলকে আল্লাহ তাআলার মাখলূক মনে করে থাকে।

আমল অবধারিত নাজাত তথা মুক্তির উপায় নয়

ইমাম আবু হানিফা ﷺ-এর প্রথিতযশা শিষ্য ও বিশিষ্ট আল্লাহওয়ালা ইমাম দাউদ বিন নাসীর আত-ত্বায়ী ﷺ (মৃত্যু : ১৬২/১৬৫ হি.) যেদিন ইনতিকাল করেন সেদিন তার দাফনের পর আবু বকর আন নাশহালী ﷺ (মৃত্যু : ১৬৬ হি.) চমৎকার কথা বলেন।

---

৩৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ৯/২৬৩

দাউদ ত্বায়ী ﵀-এর দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর সে সময়ের বিখ্যাত ওয়াইজ ইমাম ইবনুস সাম্মাক ﵀ (মৃত্যু : ১৮৩ হি.)[৪০] দাঁড়িয়ে তার আমল ও আখলাকের প্রশংসা করে কাঁদতে শুরু করেন। তার কথায় সায় দিয়ে উপস্থিত লোকজনও কান্নায় ভেঙে পড়েন। তখন আবু বকর আন নাহশালী ﵀ দাঁড়িয়ে বলেন, 'اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَلَا تَكِلْهُ إِلَى عَمَلِهِ' 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। তার প্রতি রহম করুন। আর তাকে তার আমলের ওপর ছেড়ে দেবেন না।'

সুনানে আবু দাউদে যায়িদ বিন সাবিত ﵁ রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ

'আল্লাহ ﷻ যদি আসমান ও জমিনের বাসিন্দাদের আযাব দিতে চান, তবে তাদের ব্যাপারে তিনি মোটেও জালিম (অন্যায় আচরণকারী) নন। আর যদি তিনি তাদের প্রতি রহম করেন, তবে তাঁর দয়া তাদের নেক আমলের চেয়েও উত্তম।'[৪১]

মুসতাদরাকু হাকিমের এক বর্ণনায় জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاذُنُوبَاهُ وَاذُنُوبَاهُ، فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي». فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ: «عُدْ» فَعَادَ ثُمَّ، قَالَ: «عُدْ» فَعَادَ، فَقَالَ: «قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ»

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলতে লাগল, 'হায়, আমার গুনাহ আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে!' এই কথা সে দুবার বা তিনবার বলল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি বলো, হে আল্লাহ, আপনার মাগফিরাত আমার গুনাহের চেয়ে বিস্তৃত। আপনার রহমত আমার কৃতকর্মের চেয়ে বেশি আশা জাগানিয়া।' লোকটি তা-ই বলল। রাসূল ﷺ বললেন, 'আবার বলো।' সে আবার বলল।

৪০. পুরো নাম 'আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন সবীহ'।
৪১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৬৯৯। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ৩৯, সুন্নাত। অনুচ্ছেদ : ১৭, তাকদীর।

রাসূল ﷺ বললেন, ‘আবার বলো।’ সে আবার বলল। এবার রাসূল ﷺ বললেন, ‘এবার উঠে দাঁড়াও, আল্লাহ ﷻ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন।’[৪২]

কবি আবু নাওয়াস বলেন,

ذُنُوْبِيْ إِنْ فَكَّرتُ فِيْهَا كَثِيْرَةٌ *** وَرَحْمَةُ رَبِّي مِنْ ذُنُوْبِي أَوسعُ

فَمَا طَمْعِيْ فِيْ صَالِحٍ قَدْ عَمِلْتُهُ *** وَلَكِنَّنِي فِي رَحْمَةِ اللهِ أَطْمَعُ

ভাবলে দেখি গুনাহ অনেক জমেছে আমলনামায়,
কিন্তু জানি রবের দয়া ছাড়িয়ে গেছে সব।
আমলে মোর নেই কো আশা, দুরুদুরু এ মন,
রহমতে তাঁর আশা জাগে, জাগে কলরব।[৪৩]

আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহ স্বীকার করা

বারবার যে মৌলিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলো এবং জানা গেল যে, শুধু আমল মুক্তি কিংবা জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর দয়াই বান্দাকে জান্নাতের মতো নিয়ামত দান করতে পারে। তবে জান্নাতে প্রবেশের পর আমল বান্দার জন্য আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্যলাভ ও মর্যাদার বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হতে সহায়ক হবে। এ জন্য দৃষ্টি সব সময় আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও অনুগ্রহের দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে। কেননা, জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্যের পুরোটাই আল্লাহ ﷻ-এর দয়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমার দরুন লাভ হবে।

তাই মুমিন বান্দার অন্যতম কর্তব্য হলো, শুধু আমলের ওপর আস্থাশীল না হওয়া। বরং আমল করা সত্ত্বেও আমলের প্রতি আস্থাশীল না হয়ে শুধু আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখা।

---

৪২. আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন লিল হাকিম : ১/৭২৮, হাদিস নং : ১৯৯৪। বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ বিন ফজলকে নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

৪৩. নাসাইহুল ইবাদ (ইবনুল হাজার আসকালানী رحمه الله) : ৬৪। দিওয়ানে আলীতে পঙ্ক্তিটি আলী رضي الله عنه-এর বলে দাবি করা হয়েছে। দিওয়ানে আলী : ৯৭। তবে ইবনুল হাজার আসকালানী رحمه الله-এর বক্তব্য অধিক গ্রহণযোগ্য।

বিখ্যাত আল্লাহওয়ালা আবু মুহাম্মাদ আল-মুরতাইশ ﵀-কে (মৃত্যু : ৩২৮ হি.) একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবচেয়ে উত্তম আমল কী?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ রাখা। অতঃপর তিনি নিম্নের পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করেন,

إِنَّ الْمَقَادِيرَ إِذَا سَاعَدَتْ *** أَلْحَقَتِ الْعَاجِزَ بِالْحَازِمِ

ভাগ্যের দ্বার প্রসন্ন হয়ে খুলে যায় যার তরে,

অভাগার লিখন পাল্টে তারে সম্মুখগামী করে।[৪৪]

সৌভাগ্য ও মুক্তির লক্ষ্যে বান্দার করণীয়

আমরা যখন জানতে পারলাম যে জাহান্নাম হতে মুক্তি, জান্নাতে প্রবেশ, আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্যলাভ, তাঁর সাথে সুসম্পর্ক আর সম্মান অর্জনের পথে নিজের আমলের চেয়ে আল্লাহ ﷻ-এর দয়া, অনুগ্রহ ও মাগফিরাতের বেশি প্রয়োজন। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ ﷻ-এর দয়া, অনুগ্রহ ও মাগফিরাত ইত্যাদি লাভের উপায় কী? কীভাবে উপর্যুক্ত নিয়ামতসমূহ আমাদের জীবনকে সাফল্যের আলোয় আলোকিত করতে পারে?

এ জন্য আল্লাহ ﷻ যে মূলনীতি দিয়েছেন তা হলো আমল। আমলকে আল্লাহ ﷻ তাঁর রহমত, মাগফিরাত ও অনুগ্রহসহ অন্যান্য নিয়ামত লাভের মূল মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবানে হাদিসের বাণীতে তা সকলকে অবহিত করেছেন। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। রাসূল ﷺ যে নিজ আমল দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও মাগফিরাতের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর জন্য ইখলাসের সাথে যথাযথভাবে আমল করতে পছন্দ করেন, আল্লাহ ﷻ তাকে ভালোবাসেন। পছন্দ করেন। স্বয়ং আল্লাহ ﷻ বলেন :

৪৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ১০/৩৫৫; তারীখে বাগদাদ : ৭/২২৯, বর্ণনা নং : ৩৭০১

إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে রয়েছে।"[৪৫]

তিনি আরও বলেন :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

"আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে (তাকওয়া অবলম্বন করে)।"[৪৬]

অতএব প্রতিটি বান্দার জন্যই তাকওয়া ও ইহসান (ইখলাসের সাথে নেক আমল) অবলম্বন করা জরুরি। আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র কালাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবানে হাদিসের বাণীতে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। এই পথেই আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্য রয়েছে। আমল ছেড়ে অন্য কোনো পথ বা মতে আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টি, বন্ধুত্ব, নৈকট্য, দয়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমা লাভ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ ﷻ-এর নিকট সর্বোত্তম আমল কী?

এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তবে গ্রন্থের শুরুতে আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها ও আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত দুটি হাদিস দ্বারা সামগ্রিক চিত্র সামনে চলে আসবে। হাদিস দুটির একটিতে সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত আমল করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যটিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। উভয় সাহাবী হতে বর্ণিত হাদিসের আলোকে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ ﷻ-এর নিকট সর্বোত্তম আমল দুটি।

এক. যে আমল নিয়মিত করা হয়। হোক তা পরিমাণে সামান্য।

রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিগত আমলের চিত্র এমনই ছিল। তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীগণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের আমলও তা-ই ছিল।

---

৪৫. সূরা আরাফ, ৭ : ৫৬

৪৬. সূরা আরাফ, ৭ : ১৫৬

তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

'হে আবদুল্লাহ, তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হোয়ো না। সে (আগে) রাত জেগে ইবাদাত করত। পরে রাত জেগে ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে।'[৪৭]

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

'তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দুআ কবুল হয়ে থাকে, যদি সে তাড়াহুড়া না করে। আর বলে যে, আমি দুআ করলাম, কিন্তু আমার দুআ কবুল হলো না।'[৪৮]

হাসান বসরী ﷺ বলেন,

إِذَا نَظَرَ إِلَيْكَ الشَّيْطَانُ فَرَآكَ مُدَاوِمًا فِي طَاعَةِ اللهِ، فَبَغَاكَ وَبَغَاكَ، فَرَآكَ مُدَاوِمًا مَلَّكَ وَرَفَضَكَ، وَإِذَا كُنْتَ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا طَمِعَ فِيكَ

'শয়তান যখন আপনাকে সর্বদা আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদাতে মগ্ন দেখে, তখন প্রথম প্রথম সে আপনাকে নিয়ে গুনাহে লিপ্ত করার আশায় বুক বাঁধে। এরপরেও যখন আপনাকে সর্বদা ইবাদাতে মগ্ন দেখে। তখন সে আপনার প্রতি বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যদি সে আপনাকে একেকবার একেক অবস্থায় পায়, তবে সে আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।'[৪৯]

দুই. আল্লাহ ﷻ নিয়মিত, মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সহজভাবে আমল করা সর্বাধিক পছন্দ করেন। এর বিপরীতে অতিরিক্ত কষ্ট, পরিশ্রম ও কঠিন পদ্ধতিতে আমল করা তিনি পছন্দ করেন না।

---

৪৭. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ১১৫২। অধ্যায় : ১৯, তাহাজ্জুদ। অনুচ্ছেদ : ১৯, রাত্রে ইবাদাতের অভ্যাস করে পরে তা ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১১৫৯

৪৮. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৩৪০। আবু হুরাইরা ﷺ হতে। অধ্যায় : ৮০, দুআ। অনুচ্ছেদ : ২১, তাড়াহুড়া না করলে দুআ কবুল হয়।

৪৯. আয-যুহদু ওয়ার রকাইক লি ইবনিল মুবারক : ১/৭, বর্ণনা নং : ২০

আল্লাহ ﷻ স্বয়ং বলেন :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না"[৫০]

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

"আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিতে চান না,"[৫১]

অন্যত্র বলেন :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। "[৫২]

রাসূল ﷺ বলেছেন,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا

'তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন পন্থা অবলম্বন কোরো না; মানুষকে সুসংবাদ দাও, কঠোরতা কোরো না।'[৫৩]

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

'তোমাদেরকে সহজ আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়নি।'[৫৪]

---

৫০. সূরা বাকারা, ২:১৮৫

৫১. সূরা মায়েদা ৫:৬

৫২. সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৮

৫৩. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৯। আনাস বিন মালিক ؓ হতে। অধ্যায় : ৩, ইলম। অনুচ্ছেদ : ১২, লোকজন যেন বিরক্ত না হয়ে পড়ে সে জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নসীহতে ও ইলম শিক্ষাদানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৩৪

৫৪. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ২২০। আবু হুরাইরা ؓ হতে। অধ্যায় :৪,অযু। অনুচ্ছেদ :৫৯, মসজিদে

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন,

قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ.

রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আল্লাহ ﷻ-এর সবচেয়ে পছন্দনীয় দীন কোনটি?'

তিনি বললেন, 'একনিষ্ঠ ও সহনশীল দীনদারি।'[৫৫]

মিহজান ইবনুল আদরা আসলামী ﷺ এক হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، قَالَ: أَتَقُولُهُ صَادِقًا؟ قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذَا فُلَانٌ، وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ: أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً، قَالَ: لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، إِنَّكُمْ أُمَّةٌ أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ.

অতঃপর আমরা সম্মুখে অগ্রসর হলাম। চলতে চলতে আমরা মসজিদের দরজায় চলে আসলাম। মসজিদে তখন একজন নামায আদায় করছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা কি একে সত্যবাদী মনে করো?' (সাহাবী বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, তিনি মদীনার উত্তম লোকদের একজন। অথবা বলেছেন, তিনি মদীনার সবচেয়ে বেশি নামায আদায়কারীদের একজন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তার কথা শুনবে না। শুনলে ধ্বংস হয়ে যাবে।' এ কথা তিনি দুবার বা তিনবার বলেছেন। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা হলে এমন উম্মত, তোমাদের নিকট সহজ পন্থা কামনা করা হয়েছে।'[৫৬]

পশ্রাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৩৪।

৫৫. মুসনাদে আহমাদ : ৪/১৭, হাদিস নং: ২১০৭; মজমাউজ জাওয়াইদ : ১/৬০, হাদিস নং : ২০৩। সনদ সহীহ লিগাইরিহী। আদাবুল মুফরাদ : ২৮৭

৫৬. মুসনাদে আহমাদ : ৩৩/৪৫৫, হাদিস নং : ২০৩৪৭। সনদ সহীহ লিগাইরিহী।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ

'তোমাদের দীনের মধ্যে সহজ পন্থা হলো উত্তম।'[৫৭]

অন্য এক বর্ণনায় জনৈক ব্যক্তিকে মসজিদে একাকী নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করতে দেখে রাসূল ﷺ মিহজান ইবনুল আদরা আসলামী رضي الله عنه-কে বলেন, 'إِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا هَذَا الأَمْرَ بِالْمُغَالَبَةِ' 'তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিছুতেই দীনের মূল লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না।'[৫৮]

ইবনু যানজাওইয়াহ হুমাইদ বিন মাখলাদ বিন কুতাইবা رحمه الله (১৮০-২৫১ হি.) উপর্যুক্ত বর্ণনার সাথে নিম্নের অংশটুকু বাড়িয়ে করেছেন,

اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

'তোমরা সাধ্যানুযায়ী আমল করো। কেননা, তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ প্রতিদান দেয়া বন্ধ করেন না। আর তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু অংশে (ইবাদাত করে) সাহায্য চাও।'[৫৯]

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় বুরাইদাহ আসলামী رضي الله عنه বলেন,

خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي

---

৫৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৮৯৭৬ ও ২০৩৪৭। সনদ সহীহ লিগাইরিহী।

৫৮. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৮৯৭১। সনদ দুর্বল।

৫৯. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী লিবনি রজব হাম্বলি' : ১/১৫০। ৩৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়। তবে ইবনু যানজাওইয়াহ رحمه الله-এর বর্ণিত অতিরিক্ত অংশটুকু এই হাদিসের সাথে সংযুক্ত নয়। এবং পুরোটা এক হাদিসও নয়। হাদিসের 'اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا' 'তোমরা সাধ্যানুযায়ী আমল করো। কেননা, তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ প্রতিদান দেয়া বন্ধ করেন না।' অংশটুকু রয়েছে : সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৩৬৮। আয়িশা رضي الله عنها হতে। অধ্যায় : ২, নামায। অনুচ্ছেদ : ৩১৭, নামাযে স্থিরতা বজায় রাখা। 'وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ' 'আর তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু অংশে (ইবাদাত করে) সাহায্য চাও।' অংশটুকু রয়েছে : সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৯। আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : ২, ঈমান। অনুচ্ছেদ : ২৯, দীন সহজ।

يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَتُرَاهُ يُرَائِي؟ » فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَتَرَكَ يَدِي مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَقُولُ: « عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا. عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا. عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ

'একদিন আমি কোনো এক প্রয়োজনে বের হলাম। পথিমধ্যে রাসূল ﷺ-কে সামনে পেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমরা চলতে লাগলাম। চলতে চলতে নামাযে মগ্ন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে পড়ল। সে খুব বেশি বেশি রুকু-সিজদা করছিল (বেশি নামায পড়ছিল)। নবীজি ﷺ বললেন, 'দেখছ, সে কেমন লোক দেখানো নামায পড়ছে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তখন তিনি আমার হাত ছেড়ে নিজের দুহাত একসাথে জড়ো করে উঁচুনিচু করতে করতে বলতে লাগলেন, 'নিজেদের জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। নিজেদের জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। নিজেদের জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। দীনের ব্যাপারে যে কঠোরতা অবলম্বন করবে, সে পরাস্ত হবে (একসময় হাল ছেড়ে দেবে)।'[৬০]

অন্য এক মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ هَذَا آخِذٌ بِالْعُسْرِ وَلَمْ يَأْخُذْ بِالْيُسْرِ ثُمَّ دَفَعَ فِيْ صَدْرِهِ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَرَ فِيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ

'বেশি বেশি রুকু-সিজদাকারী এই ব্যক্তি কঠোরতা অবলম্বন করেছে। সহজ পন্থা অবলম্বন করেনি।' এই বলে তিনি তাঁর বর্ণনাকারী সাহাবীর বুকে ধাক্কা দিয়ে মসজিদ হতে বের হয়ে গেলেন। এবং তার দিকে আর ফিরে তাকালেন না।'

রাসূল ﷺ পরিবার-পরিজন রেখে দিন-রাত নামায, রোজা আর কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদাতে মগ্ন থাকতে নিষেধ করেছেন।

আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস, উসমান বিন মাজউন ও মিকদাদ বিন আমর ﷺ সহ সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ ইবাদাত-বন্দেগীতে অগ্রগামী

৬০. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২২৯৬৩। সনদ সহীহ।

হওয়ার নিয়তে সংসারের দায়দায়িত্ব ছেড়ে বিভিন্ন আমলের ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকলে রাসূল ﷺ তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

'তোমরা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত। অথচ আমি রোজা রাখি আবার তা থেকে বিরতও থাকি। নামায আদায় করি এবং নিদ্রা যাই। এবং নারীদের বিয়েও করি। অতএব যে আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৬১]

এক বর্ণনায় আছে, একবার রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস ﷺ-কে কুরআন খতমে বেশি তাড়াহুড়া না করে সপ্তাহে এক খতম পড়ার নির্দেশ দেন।[৬২] আরেকবার তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, 'لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ' 'যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করে, সে কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না।'[৬৩]

আবার প্রতিদিন রোজা না রেখে দাউদ ﷺ-এর মতো এক দিন পরপর রোজা রাখতে নির্দেশ দেন। এরপর রাসূল ﷺ বলেন, 'لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ' 'রোজা রাখার জন্য এরচেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি নেই।'[৬৪]

---

৬১. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৫০৬৩। আনাস বিন মালিক ﷺ হতে। অধ্যায় : ৬৭, বিয়ে। অনুচ্ছেদ : ১, বিয়ের প্রতি উৎসাহ দান। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৪০১

৬২. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৫০৫২। অধ্যায় : ৬৬, কুরআনের ফযীলত। অনুচ্ছেদ : ৩৪, কুরআন খতমের সময়সীমা। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১১৫৯

৬৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৩৯৪। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ২, নামায। অনুচ্ছেদ : ৩২৬, কুরআন নির্ধারিত অংশে ভাগ করে তিলাওয়াত করা।

৬৪. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ১৯৭৬। অধ্যায় : ৩০, রোজা। অনুচ্ছেদ : ৫৬, সারা বছর রোজা রাখা। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১১৫৯

যথাসাধ্য চেষ্টা ও নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্য কী?

গ্রন্থের শুরুতে আম্মাজান আয়িশা ﵂ ও আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত হাদিস দুটিতে ঈমানদার বান্দাকে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্যলাভে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

'تَسْدِيْدٌ' 'তাসদীদ' অর্থ যথাযথভাবে আমল করা। যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আর তা হলো ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা স্থিরতা। অর্থাৎ ইবাদাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। এরচেয়ে কম না করা। আবার সাধ্যের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত বোঝা না তোলা।

বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ নজর বিন শুমাইল ﵀ (মৃত্যু : ২০৩ হি.) বলেন, 'اَلسَّدَّادُ اَلْقَصْدُ فِي الدِّيْنِ وَالسَّبِيْلِ' 'সাদ্দাদ' তথা 'যথাযথ কাজ করা'র অর্থ হলো দীন ও দীনের পথে স্থিরতা অবলম্বন করা।[৬৫]

আর 'مُقَارَبَةٌ' 'মুকারবা' শব্দের অর্থ হলো 'নিকটে আসা বা নৈকট্য লাভ করা'। এর উদ্দেশ্য হলো ইবাদাতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির প্রবণতা ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্য লাভ করা। বুরাইদা আসলামী ﵁ হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর বাণী হতেই এর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সেখানে তিনি তিনবার বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।'

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত হাদিসটিতে 'أَبْشِرُوْا' 'সুসংবাদ গ্রহণ করো বা আশা রাখো' বাক্য রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যে যথাযথ নিয়ম অবলম্বন করবে এবং যথানিয়মে নৈকট্যলাভে সক্ষম হবে, সে যেন সুসংবাদ গ্রহণ করে। আশা রাখে। কেননা, সে লক্ষ্য অর্জনের সঠিক পথ লাভ করেছে এবং আমল ও চেষ্টার মাধ্যমে সে পথে যথারীতি অগ্রগামী হিসেবে গণ্য হয়েছে।

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং নৈকট্যলাভের চেষ্টায় ব্রত থাকা অন্য সবকিছুর চেয়ে উত্তম। যে তা লাভ করেছে তার জন্য রয়েছে সঠিক গন্তব্যে আল্লাহ ﷻ-এর

---

৬৫. মাজালিসুল উলামাই লিয-যাযযাজি : ১৯৮

সন্তুষ্টি, জান্নাতের সুসংবাদ। কেননা, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অন্য পদ্ধতিতে কঠোর পরিশ্রম করার চেয়েও বহুগুণে উত্তম। কারণ, হাদিসে এসেছে, 'وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ' 'এবং উত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রদর্শিত পথ।'[৬৬]

শুধু দেহ-মনকে কষ্ট দিয়ে আমল করে গেলেই বিশাল সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায় না। এর জন্য চাই আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি পরিপূর্ণ ইখলাস, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ এবং অন্তরের একনিষ্ঠতা।

কেউ যখন আল্লাহ ﷻ-এর যথাযথ পরিচয় জেনে, তাঁর দীন, দীনের বিধান ও শরীয়তের আহকাম জেনে, তাঁর ভয় ও ভালোবাসা অন্তরে গেঁথে আর তাঁর প্রতি আশায় বুক বেঁধে ইবাদাতে মগ্ন হয়। তার সে ইবাদাত অন্যদের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কসরতে অন্যরা হয়তো তার চেয়ে বেশি ইবাদাত করে, কিন্তু তার ইবাদাতের মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক অনেক বেশি।

আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত হাদিসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করো, নৈকট্য লাভ করো এবং আশা রাখো। কেননা, তোমাদের কারও আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়—যদিও তা অল্প হয়।[৬৭]

এ জন্যই যথাযথভাবে আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং মধ্যপন্থায় যথাযথভাবে আমল করা যে আল্লাহ ﷻ-এর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'শুধু আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না'।

---

৬৬. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৮৬৭। জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : ৭, জুমা। অনুচ্ছেদ : ১৩, জুমার নামায ও খুতবা হালকা করা।

৬৭. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৬৪। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ১৮, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও নিয়মিত আমল করা।

সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর সর্বোচ্চ মর্যাদার কারণ

বকর বিন আব্দুল্লাহ মাজুনী ﷺ বলেন,

مَا سَبَقَكُمْ أَبُوْ بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرٍ فِيْ قَلْبِهِ

'আবু বকর ﷺ নামায-রোজায় তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন না। তবে তার অন্তরে অন্যদের চেয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা বেশি ছিল।'[৬৮]

কেউ কেউ বলেন, আবু বকর ﷺ-এর অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি হিতকামনা ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি।

আরিফীনগণের এক জামাআত বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ﷺ নামায-রোজায় অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন না। তবে তাদের আন্তরিক প্রশস্ততা, প্রশান্তি এবং উম্মতের প্রতি হিতকামনা অন্যদের চেয়ে বেশি ছিল। কারও কারও মতে তাদের মধ্যে আত্মসমালোচনাও অন্যদের তুলনায় বেশি ছিল।[৬৯]

আরেকজন বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর সাথে অন্যদের পার্থক্য হলো নিয়ত ও সংকল্পে। নামায-রোজায় নয়।

ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান ﷺ-কে বনী ইসরাইলের দীর্ঘ হায়াত পেয়েও আমল না করা এবং তা নিয়ে এই উম্মতের অনেকের ঈর্ষান্বিত হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো।

তিনি বললেন, আল্লাহ ﷻ তোমাদের নিকট নিয়তের সততা কামনা করেন। দীর্ঘ জীবন ও বেশি আমল নয়।

আব্দুর রহমান বিন ইয়াজীদ ﷺ বলেন,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَنْتُمُ الْيَوْمَ أَطْوَلُ اجْتِهَادًا وَأَطْوَلُ صَلَاةً، أَوْ أَكْثَرُ صَلَاةً

---

৬৮. লাতাইফুল মাআরিফ : ১/২৫৪; তাখরীজু আহাদীসি ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : ১/১০৬। অনেকেই বাক্যটিকে হাদিস মনে করেন। তবে তা হাদিস নয়। এবং এ ধরনের কোনো হাদিস নেই।
৬৯. লাতাইফুল মাআরিফ : ৪৪৮

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ، فَقِيلَ: لِمَ؟ قَالَ: كَانُوا أَزْهَدَ مِنْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَرْغَبَ فِي الْآخِرَةِ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আজ তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরামের চেয়েও দীর্ঘ সময় কষ্ট-মুজাহাদা ও নামাযে ব্রত হয়েছ। অথবা বেশি বেশি নামায আদায় করছ। অথচ তাঁরা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন।' জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁরা উত্তম ছিলেন কেন? তিনি বললেন, 'তাঁরা দুনিয়া-বিমুখতা ও আখিরাতমুখী মানসিকতায় তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।'[৭০]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁-এর কথায় মূলত সাহাবায়ে কেরাম ﵃-এর সার্বিক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আখিরাতের প্রতি আগ্রহ ও মনোনিবেশের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। ছিলেন দুনিয়াবিমুখ। দুনিয়াকে তাঁরা তুচ্ছ ও সামান্য মনে করতেন। একসময় পার্থিব সম্পদ ও প্রাচুর্য তাদের হাতে এসেছে, কিন্তু অন্তরে তা জায়গা নিতে পারেনি। অন্তর ছিল আখিরাতের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আর এই অবস্থানই তাঁদেরকে রাসূল ﷺ-এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বানিয়েছে। কারণ, রাসূল ﷺ নিজে ছিলেন সৃষ্টির সেরা দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন, আখিরাতমুখী জীবনযাপন, আর অনুপম চরিত্র লালনে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দীন ও দুনিয়ার সবকিছু সামাল দিতে তিনি ছিলেন এক আদর্শ মাইলফলক।

তাঁর পর তাঁর রেখে যাওয়া খুলাফাই রাশিদীন হুবহু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে সফলতার কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় পৌঁছে গেছেন।

পরবর্তীকালে তাবিঈনের এক জামাআত এই পথ অনুসরণ করেছেন যথাযথভাবে। হাসান বসরী ও উমর বিন আব্দুল আজীজ ﵏-এর মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এই কাতারের সম্মুখভাগে। সাহাবায়ে কেরাম ﵃-এর পরে যারা এসেছেন, তাঁরা অনেকেই নামায-রোজাসহ বিভিন্ন ইবাদাতে তাদের চেয়ে

৭০. আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন : ৪/৩৫০, বর্ণনা নং : ৭৮৮০; আয-যুহদু ওয়ার রকাইক লি ইবনিল মুবারক : ১৭৩, বর্ণনা নং : ৫০১

অগ্রগামী ছিলেন। অর্থাৎ সংখ্যায় বেশি করেছেন। কিন্তু কেউই সাহাবায়ে কেরাম ﵃-এর মতো দুনিয়াবিমুখ ও আখিরাতমুখী মানসিকতা গড়ে তুলতে পারেননি।

একটি উত্তম পন্থা

সর্বোত্তম মানুষ হলেন তিনি, যিনি নবীজি ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ﵃-এর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে নিজের শারীরিক ইবাদাতে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং মানসিক অবস্থার উন্নয়নে তার প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ হয়। কেননা, আখিরাতের পথে মানুষের যাত্রা হবে রুহ বা অন্তরের। শরীরের নয়।

আবু আলী দাক্কাক ﵀ (মৃত্যু : ৪০৫ হি.) এর নিকট এক লোক এসে বলল, 'আপনার জন্য আমি বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করেছি।'

তিনি বললেন, 'শারীরিক দূরত্ব অতিক্রম করা বা শারীরিকভাবে কোনোকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মূল বিষয় নয়। তুমি নিজেকে গুনাহ হতে বিচ্ছিন্ন করো। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।'

সুলতানুল আরিফীন খ্যাত আবু ইয়াজীদ আল বুস্তামী (বায়েজিদ বোস্তামী) ﵀ বলেন, স্বপ্নযোগে আমি একবার আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সাক্ষাৎ পেলাম। আমি তাঁকে বললাম, 'ইয়া রব্ব, আপনাকে পাওয়ার পথ কী?'

তিনি বললেন, "নিজের নফসের কথা ছেড়ে এগিয়ে এসো।"[৭১]

এই উম্মতের জন্য নবীজি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরকতময় পথ ও পন্থা অনুসরণই যথেষ্ট। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। রাসূল ﷺ ছিলেন সৃষ্টির সেরা জন। তাঁর পথ পরিপূর্ণ পথ। আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দীনকে সহজ করেছেন। উম্মতকে কষ্টের বোঝা আর যন্ত্রণার শেকল হতে মুক্ত করেছেন।

অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে, সে আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্য করল। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তিনি তাকে হিদায়াত দান করেন।

---

৭১. আল মুদহিশ ইবনুল জাওযী : ১৭৯

ইসলামী শরীআহ সহজ হওয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রাসূল ﷺ-এর বরকতে এই উম্মতের জন্য দীনি শরীআহকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। যার অন্যতম একটি উদাহরণ হলো উসমান বিন আফফান ؓ হতে বর্ণিত হাদিস। রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

'যে ব্যক্তি ঈশার নামায জামাআতে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত্র ইবাদাতে কাটাল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করল সে যেন সারা রাত্র ইবাদাত করল।'[৭২]

ঈশা ও ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করলেই সারা রাত্রি ইবাদাতের সাওয়াব! বিছানায় পড়ে ঘুমিয়েও সাওয়াব! সাথে কোনোরকম শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়নি। পবিত্র হয়ে জিকির-আজকার করে ঘুমাতে হবে এমন শর্তও নেই!

এক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ

'যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিন দিন রোজা রাখবে, সে যেন সারা মাস রোজা রাখল।'[৭৩]

অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ বান্দার তিন দিনের সাওয়াবকে বৃদ্ধি করে পুরো মাস রোজা রাখার সাওয়াব দান করবেন। অথচ বান্দা বাকি দিনগুলোতে দিব্যি পানাহার করবে।

---

৭২. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৬৫৬। অধ্যায় : ৫, মসজিদ ও নামাযের সময়। অনুচ্ছেদ : ৪৬, জামাআতের সাথে ঈশা ও ফজরের নামায আদায়।

৭৩. সহীহ ইবনে হিব্বান : ৮/৪১৭, হাদিস নং : ৩৬৫৯। আবু হুরাইরা ؓ হতে। শুআইব আরনাউত ؒ-এর মতে 'মুসলিম শরীফের শর্তানুযায়ী হাদিসটি সহীহ'। তা ছাড়াও সহীহ বুখারীর ১৭৫৯ ও মুসলিমের ১১৫৯ নং হাদিসের বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন,

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

'কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোজাদারের সমতুল্য সাওয়াব লাভ করবে।'[৭৪]

যে রাত জেগে ইবাদাতের নিয়ত করে কিন্তু নিদ্রাকাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সে তার নিয়ত অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করবে। আর তার ঘুম হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ হতে সদকা।

আবু দারদা رضي الله عنه বলেন,

يَا حَبَّذَا نَوْمُ الْأَكْيَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ كَيْفَ يَعِيبُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى وَصِيَامَهُمْ؟ وَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بِرٍّ صَاحِبِ تَقْوَى وَيَقِينٍ أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ مِنْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنْ عِبَادَةِ الْمُغْتَرِّينَ

'কী চমৎকার কথা! বিদ্বানের নিদ্রা ও পানাহার নির্বোধের রাত্রিজাগরণ আর রোজার চেয়েও উত্তম হবে! তাকওয়া ও ইয়াকীনসম্পন্ন নেককারগণের সামান্য ইবাদাতও দাম্ভিক নির্বোধদের পাহাড় সমান ইবাদাতের চেয়ে অনেক বেশি, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাধান্য লাভের উপযুক্ত।'[৭৫]

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

'বহু রোজাদার এমন আছে যাদের রোজার বিনিময়ে ক্ষুধা আর পিপাসার কষ্ট ছাড়া অন্য কিছুই অর্জিত হয় না। আর এমন বহু রাত জেগে নামায আদায়কারী আছে, যাদের নামাযের বিনিময়ে রাত্রিজাগরণের কষ্ট ছাড়া অন্য কিছুই অর্জিত হয় না।'[৭৬]

---

৭৪. সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস নং : ১৭৬৫। সিনান ইবনুস সান্নাহ আল আসলামী رضي الله عنه হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় :রোজা। অনুচ্ছেদ : ৫৫, শুকরিয়া আদায়কারী আহারী ধৈর্যশীল রোজাদারের সমতুল্য। এ ছাড়াও তিরমিযি র ২৪৮৬ নং হাদিসে আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত রয়েছে।

৭৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ১/২১১

৭৬. মুসনাদে আহমাদ : ১৪/৪৪৫, হাদিস নং : ৮৮৫৬। আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে। সনদ সহীহ। আল মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী : ১২/৩৮২, হাদিস নং : ১৩৪১৩। ইবনু উমর رضي الله عنه হতে।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রাযী ﷺ বলেন,

كَمْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ مَمْقُوتٍ ، وَسَاكِتٍ مَرْحُومٍ . قَالَ يَحْيَى : هَذَا الْمُسْتَغْفِرُ وَقَلْبُهُ فَاجِرٌ ، وَهَذَا سَاكِتٌ ، وَقَلْبُهُ ذَاكِرٌ

এমন বহু ইসতিগফার পাঠকারী রয়েছে যাকে ঘৃণা করা হয়। আবার এমন বহু নীরব ব্যক্তি রয়েছে যার ওপর রহমত বর্ষিত হয়। প্রথমজন (মুখে) ইসতিগফার পাঠকারী, কিন্তু তার অন্তর গুনাহগার। আর দ্বিতীয়জন নিশ্চুপ, কিন্তু তার অন্তর জিকিরকারী।[৭৭]

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কেউ কেউ বলেছেন, 'সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদাত করা বড় কোনো বিষয় নয়। বড় বিষয় রাতভর বিছানায় পড়ে ঘুমিয়েও ভোরে ঘুম হতে উঠে অগ্রগামীদের কাতারে শামিল হতে পারা (অল্প আমলে অনেক এগিয়ে যাওয়া)।

এদিকে ইঙ্গিত করেই ইবনু কাইয়্যিমিল জাওযিয়াহ ﷺ বলেন,

مَنْ لِي بِمِثْلِ سَيْرِكَ الْمُدَلَّلِ *** تَمْشِي رُوَيْدًا وَتَجِي فِي الْأَوَّلِ

তোমার মতো পরীক্ষিত পথিক কোথায় মিলবে আর?

আস্তে চলে আগে এসে থামতে পারে যাত্রা কার?[৭৮]

---

৭৭. কাওকাবুদ্দুররী ইমাম মুনাওয়ী : ১/৫৬০; বুস্তানুল আরিফীন ইমাম নববী : ১৮২। ইয়াহইয়া বিন মুআজ রাযী অধ্যায়।

৭৮. মাদারিজুস সালিকীন : ৩/৯

হাদিসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার অর্থ, সময়সীমা ও ফযীলত

আলোচনার শুরুতেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

'وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ'

'সকাল ও সন্ধ্যা এবং রাতের শেষ প্রহরে আমল করতে থাকো।'[৭৯]

এর পরের হাদিসেই রাসূল ﷺ বলেছেন,

'وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ'

'এবং সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে আমলের মাধ্যমে চেষ্টা করো।'[৮০]

অর্থাৎ হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ইবাদাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে এগিয়ে চলার বিশেষ সময় হলো তিনটি। শেষ রাত্রি, দিনের শুরু এবং শেষ সময়। স্বয়ং আল্লাহ ﷻ তাঁর পবিত্র কালামে এই সময়গুলোর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٥ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

"এবং সকাল-সন্ধ্যা আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[৮১]

তিনি আরও বলেন :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

"এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রির কিছু অংশ ও দিবাভাগে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, সম্ভবত তাতে আপনি সন্তুষ্ট (পরিতৃপ্ত) হবেন।"[৮২]

---

৭৯. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৬৩। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ১৮, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও নিয়মিত আমল করা।

৮০. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৯। অধ্যায় : ২, ঈমান। অনুচ্ছেদ : ২৯, দীন সহজ বিষয়।

৮১. সূরা দাহর, ৭৬ : ২৫, ২৬

৮২. সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১৩০

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ٤٠

"এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। রাত্রির কিছু অংশে এবং নামাযের পরেও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।"[৮৩]

দিনের শুরু এবং শেষ, দুই প্রান্ত সম্পর্কেই আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। সূরা আহযাবে তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٤٢

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। এবং সকাল-বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো।"[৮৪]

তিনি আরও বলেন :

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

"অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার (রূপক/উম্মতের গুনাহের) গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[৮৫]

অন্যত্র বলেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

"আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় স্বীয় পালনকর্তার ইবাদাত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।"[৮৬]

---

৮৩. সূরা ক্বাফ, ৫০ : ৪০
৮৪. সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪২
৮৫. সূরা মুমিন, ৪০ : ৫৫
৮৬. সূরা আনআম, ৬ : ৫২

আরেক আয়াতে আল্লাহ ﷻ জাকারিয়া ﷺ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

"এবং তিনি ইশারায় তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর জিকির করতে বললেন।"[৮৭]

আরেক আয়াতে বলেন :

وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

"আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করবে।"[৮৮]

উল্লেখিত তিনটি সময়ের মধ্যে দুটি দিনের শুরু ও শেষভাগ। এই দুই সময়ে ফরজ এবং নফল উভয় প্রকার ইবাদাত রয়েছে। ফরজ ইবাদাত ফজর ও আসরের নামায। এই দুই ওয়াক্ত নামায হলো হাদিসে বর্ণিত 'দুই ঠান্ডার' নামায, যার যথাযথ হিফাজত করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮৯]

আবার উলামায়ে উম্মতের কেউ কেউ এই দুই ওয়াক্ত নামাযের প্রতিটিকে কুরআনে বর্ণিত 'সলাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী নামায বলে উল্লেখ করেছেন।[৯০]

আর এই দুই সময়ে নফল ইবাদাত হলো ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ ﷻ-এর জিকির করা। এবং আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ ﷻ-এর জিকিরে মগ্ন থাকা।

কুরআন ও হাদিসে সকাল-সন্ধ্যা এই দুই সময়ের বিভিন্ন জিকির-আজকার ও তার ফযীলত-সংক্রান্ত অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহ ﷻ বলেন,

اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِيْ سَاعَةً مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَسَاعَةً مِنْ آخِرِهِ أَغْفِرُ لَكَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلاَّ الْكَبَائِرَ أَوْ تَتُوْبَ مِنْهَا

---

৮৭. সূরা মারঈয়াম, ১৯ : ১১

৮৮. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪১

৮৯. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৭৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৬৩৫

৯০. সূরা বাকারা, ২ : ২৩৮। সমস্ত তাফসীর গ্রন্থেই মধ্যবর্তী নামায নিয়ে ইখতিলাফের আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে ফজর বা আসরের মতামতই বেশি।

“হে আদমসন্তান, তুমি দিনের শুরুতে এবং শেষে কিছু সময় আমার জিকির করো। আমি তোমার যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দেবো। তবে তুমি যদি তাওবা কর (তাহলে কবীরা গুনাহ্ও মাফ করব)।”[৯১]

সালাফগণ দিনের শেষভাগকে প্রথমভাগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন।[৯২]

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﵀ বলেন, ‘আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি জিকির-আজকার দিয়ে দিন শেষ করবে, তার আমলনামায় সারাদিন জিকিরের সাওয়াব লেখা হবে।’

আবুল জালদ আল জাওনী ﵀ বলেন, ‘আমাদের নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, ‘প্রতিদিন সন্ধ্যায় আল্লাহ ﷻ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং আদমসন্তানের আমল দেখেন।’

জনৈক সালাফ একবার স্বপ্নযোগে বিখ্যাত আবু জাফর মাদানী ﵀-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। আবু জাফর তাকে বলেন, আবু হাজিমকে (সালামাহ বিন দীনার) বলবে, ‘আল্লাহ ﷻ ও ফিরিশতাগণ শেষ বিকালে তার বৈঠককে দেখে থাকেন।’ উল্লেখ্য যে, আবু হাজিম ﵀ দিনের শেষভাগ লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলে কাটিয়ে দিতেন।

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকির করা চারটি গোলাম আজাদ করা হতে উত্তম। আর আসরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিকির করা আটটি গোলাম আজাদ করা হতে উত্তম।[৯৩]

এমনিভাবে জুমআর দিনের প্রথমভাগের তুলনায় শেষভাগ উত্তম। বিশেষ করে শেষভাগে দুআ কবুলের আশা বেশি।[৯৪]

---

৯১. গ্রন্থকার তার লাতাইফুল মাআরিফ গ্রন্থে ৮১ নং পৃষ্ঠায় তাবরানীর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তা পাওয়া যায়নি। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀-এর আয-যুহদ : ২০৩ এবং হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/২১৩ এ আবু হুরাইরা ﵁ হতে ভিন্ন শব্দে ও সংক্ষেপে এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যার সনদ হাসান গরিব। বর্ণনাটি নিম্নরূপ : ‘ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا’।

৯২. শরহুল উমদাতি লি শাইখিল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ : ১৬১

৯৩. শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : ৫৫৭ ও ৫৫৮

৯৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১০৪৮; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং : ১৩৮৯। সনদ সহীহ।

আবার আরাফা দিবসেও দিনের শেষভাগ প্রথমভাগ হতে উত্তম। কেননা, শেষভাগে আরাফায় অবস্থান করতে হয়। অনুরূপভাবে আরাফার শেষরাত্রি অন্যান্য সময়ের তুলনায় উত্তম।

শেষরাত্রি অন্যান্য সময়ের তুলনায় উত্তম হওয়ার পক্ষে উলামায়ে কেরাম আল্লাহ ﷻ-এর প্রথম আসমানে অবতরণের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন।[৯৫]

তাদের মতে দিনের শেষভাগ উত্তম হওয়ার মতটি মূলত 'সলাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী নামায বলতে যারা আসরের নামায বলেছেন তাদের।[৯৬]

তৃতীয় সময় : শেষ রাত।

আরবি 'إِدْلَاجٌ' 'ইদলাজুন' শব্দের শেষরাত্রিতে পথচলা বা শেষরাত্রিতে যাত্রা শুরু করা। হাদিসে এই শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো, শেষরাত্রে আমল করা। আর এই সময়টা 'ইসতিগফার' তথা আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে ক্ষমা চাওয়ার সময়। স্বয়ং আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

"এবং তারা (মুমিনগণ) শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।"[৯৭]

আরেক আয়াতে তিনি বলেন :

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"আর তারা (মুত্তাকীগণ) রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[৯৮]

বুখারী ও মুসলিমের প্রসিদ্ধ হাদিস অনুযায়ী এই সময় আল্লাহ ﷻ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। দুআ ও প্রার্থনাকারীর চাহিদা পূরণ করতে, ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করতে আর তাওবাকারীর তাওবা কবুল করতে তিনি নেমে এসে আহ্বান জানান।[৯৯]

---

৯৫. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ১১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭৫৮

৯৬. এটাই অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈ, সালাফ ও জমহুর উলামায়ে উম্মতের মত। তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৪৯০, সূরা বাকারার ২৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।

৯৭. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭

৯৮. সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৮

৯৯. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ১১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭৫৮

রাতের মধ্যভাগে আল্লাহ ﷻ-এর প্রিয় বান্দাগণ তাঁর সান্নিধ্য লাভে সিক্ত হন। আর শেষভাগে গুনাহগার বান্দাগণ ক্ষমার ভিখারি হয়ে তাঁর দরবারে হাজির হয়।

কেউ যদি রাতের মধ্যভাগে আল্লাহ ﷻ-এর সাথে মধুর সম্পর্ক গড়তে সমর্থ না হয়, তবে সে যেন অন্তত শেষভাগে ক্ষমার আবেদন নিয়ে হাত তোলা বান্দাদের মিছিলে শামিল থাকে।

দাউদ ﷺ জিবরীল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, সর্বোত্তম রাত কোনটি? তিনি বলেন,

يَا دَاوُدُ مَا أَدْرِي، إِلَّا أَنَّ الْعَرْشَ يَهْتَزُّ مِنَ السَّحَرِ

'হে দাউদ, আমি জানি না। তবে শেষরাত্রে আরশ কেঁপে ওঠে।'[১০০]

ইমাম ত্বাউস ﷺ বলেন, 'কেউ শেষরাত্রে ঘুমিয়ে থাকবে এটা আমি কল্পনাও করতে পারি না।'[১০১]

তিরমিযি শরীফের এক হাদিসে আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ

'যে ভয় পায় সে ভোররাতেই যাত্রা শুরু করে, আর ভোররাতে যে যাত্রা শুরু করে, সে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখো, আল্লাহ ﷻ-এর পণ্য খুবই দামি। জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলার পণ্য হলো জান্নাত।'[১০২]

শেষরাতের সফরে দুনিয়ার যাত্রাও সংক্ষিপ্ত হয়

আনাস বিন মালিক ﷺ রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ

---

১০০. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর আয-যুহদ : ৩৬৫
১০১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/২৬৪
১০২. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ২৪৫০। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ৩৫, কিয়ামতের আলামত ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ : ১৮

‘তোমাদের রাতের শেষাংশে সফর করা উচিত। কেননা, রাতের বেলা জমিন সংকুচিত হয়।’[১০৩]

আলী ﵁ বলেন,

اِصْبِرْ عَلَى مَضَضِ الْاِدْلَاجِ فِي السَّحَرِ *** وَفِي الرَّوَاحِ إِلَى الْحَاجَاتِ والبَكَرِ

لَا تَعْجِزَنَّ وَلَا يُضْجِرْكَ مَحْبَسَهَا *** فَالنُّجْحُ يَتْلَفُ بَيْنَ العَجْزِ والضَّجَرِ

إِنِّي رَأَيْتُ وَفِي الأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ *** لِلصَّبْرِ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةَ الأَثَرِ

وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ يُطَالِبُهُ *** فَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلاَّ فَازَ بالظَّفَرِ

আঁধার রাতের ইবাদাতের কষ্ট সয়ে চলো,
শেষ বিকেলে কর্ম ছেড়ে পুণ্যের এ পথ ধরো।
পড়ো না ফের মুখ থুবড়ে চলো না বিপথে,
ক্লান্তি-ভ্রান্তি পেড়িয়ে এসে ওঠো এ রাজপথে।
দেখেছি আমি জহুরির চোখে নেই তাতে ভুল কিছু,
দিনের শেষে সব ছুটেছে ধৈর্যশীলের পিছু।
চেষ্টা করে হারেনি কেউ জীবন গড়ার পথে,
কাঁটার ঘায়ে ধৈর্য ধরে চড়েছে বিজয় রথে।[১০৪]

বর্ণিত আছে যে, মালিক বিন হারিস নাখাঈ আল আশতার ﵁ একবার রাত্রিবেলা আলী ﵁-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। আশতার ﵁ এই অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, ‘আমীরুল মুমিনীন, দিনে রোজা আর রাতে নামায পড়ে পড়ে তো আপনি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন!’

আলী ﵁ নামায শেষ করে বললেন, ‘আখিরাতের সফর অনেক দীর্ঘ। এর জন্য রাতেই সফর শুরু করা জরুরি। আর এটাই হলো ‘ইদলাজ’ তথা রাতে ইবাদাত করা।

১০৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ২৫৭১। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ১৫, জিহাদ। অনুচ্ছেদ : ৬৪, রাত্রিবেলা সফর করা। মূলগ্রন্থে হাদিসটি মুসলিম শরীফে আছে বললেও সেখানে নেই। এটা সম্ভবত অনিচ্ছাকৃত ভুল।

১০৪. দিওয়ানু ইমাম আলী (দারুল কুতুব আল-আলামিয়্যাহ) : ৮৪

হাবীব বিন মুহাম্মাদ আল ফারসী ﷺ-এর স্ত্রী তাকে রাতে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন, 'হাবীব! উঠে পড়ুন। পথ অনেক দীর্ঘ। কিন্তু আমাদের পাথেয় খুবই সামান্য। পুণ্যবানগণের কাফেলা আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেছে, আর আমরা বাকি রয়ে গিয়েছি। এই বলে তিনি নিচের পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করতেন,

يَا نَائِمًا بِاللَّيْلِ كَمْ تَرْقَدْ ... قُمْ يَا حَبِيْبِيْ قَدْ دَنَا الْمَوْعِدُ

وَخُذْ مِنَ اللَّيْلِ أَوْقَاتَهُ ... وَرْدًا إِذَا مَا هَجَعَ الرُّقَّدُ

مَنْ نَامَ حَتَّى يَنْقَضِيَ لَيْلُهُ ... لَمْ يَبْلَغِ الْمَنْزِلَ لَوْ يَجْهَدُ

রাত্রিবেলার ঘুমকাতুরে ঘুমাবে কত বলো?
ওঠো হে প্রিয়, পথচলার যে সময় হয়ে এল।
ছুড়ে ফেলে ওই ঘুমের চাদর এবার তুমি দাঁড়াও,
চলতে হবে কঠিন পথে মশালখানি জ্বালাও।
ঘুমিয়ে প্রহর করলে ফজর ফুরিয়ে যাবে সব,
মনজিলে আর রইবে না তীর বৃথাই কলরব।

ইবাদাত ও আনুগত্যে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য কী?

প্রথম হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا' 'আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। মধ্যপন্থা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।'[১০৫]

মুসনাদে বাযযারের এক বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى، وَأَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ، وَأَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ

'প্রাচুর্য, দারিদ্র্য আর ইবাদাতের মধ্যে মধ্যপন্থাই সর্বোত্তম।'[১০৬]

---

১০৫. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৬৩। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ১৮, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ও নিয়মিত আমল করা।

১০৬. মুসনাদে বাযযার : ৭/৩৪৯, হাদিস নং : ২৯৪৬। হুজাইফা ﷺ হতে। মজমাউজ জাওয়াইদ : ১০/২৫২, হাদিস নং : ১৭৮৫০। হুযাইফা ﷺ ব্যতীত আর কোনো সূত্রে হাদিসটির বর্ণনা পাওয়া যায় না।

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর ﵀-এর ছেলে আব্দুল্লাহ এক সময় ইবাদাতে কঠোর কষ্ট-মুজাহাদা করতে শুরু করলেন। তার এ অবস্থা দেখে তিনি তাকে বললেন,

'خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَاطُهَا وَالْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ، وَشَرُّ السَّيْرِ الْحَقْحَقَةُ'

'উত্তম হলো মধ্যপন্থা। দুই মন্দের মাঝে ভালো রয়েছে। নিকৃষ্ট যাত্রা হলো দ্রুত চলে ক্লান্ত হয়ে পড়া।'[১০৭]

আবু উবাইদ ﵀ বলেন, 'ইবাদাতের মধ্যে বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি উভয়ই মন্দ। আর উভয়ের মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হলো উত্তম।

আর 'হাকহাকা' শব্দের অর্থ হলো প্রথমেই বেশি পরিশ্রম করে হাঁপিয়ে ওঠা। এবং ফলে সফর স্থগিত রাখা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া।[১০৮]

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস ﵄ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، وَلَا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا سَفَرًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى، فَاعْمَلْ عَمَلَ امْرِئٍ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا، وَاحْذَرْ حَذَرًا يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدًا

'নিশ্চয়ই এই দীন বড় মজবুত। অতএব দীনের পথে ধীরেসুস্থে চলো। আর নিজের জন্য তোমার প্রতিপালকের ইবাদাতকে বোঝা বানিয়ে নিয়ো না। কেননা, এটি এমন এক ভূমি যেখানে সফর থামিয়ে দেয়া যায় না আবার দ্রুতও চলা যায় না। অতএব এমনভাবে আমল করো যেন কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। আর এমনভাবে ভয় করো যেন আগামীকালই মারা যাবে।'[১০৯]

---

১০৭. আল কামিলু ফিল লুগাতি ওয়াল আদাব : ১/২১৭। বাক্যের প্রথম অংশটি বাইহাকীর দুর্বল এক হাদিসেও রয়েছে। সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী : ৩/২৭৩। দুই মন্দ বলতে 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি' বোঝানো হয়েছে। আল ইতিসাম : ২২৫

১০৮. তারীখে দামেশক : ৫৮/৩০৪

১০৯. সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী : ৩/২৮, হাদিস নং : ৪৭৪৪

বরাবর মধ্যপন্থা ও স্থিরতার আলোচনা টেনে আমলকে স্থায়ীভাবে করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কেননা, অতিরিক্ত কষ্ট-মুজাহাদা একসময় ইবাদাতের পথকে কঠিন বানিয়ে দেয় এবং নিয়মিত আমল হতে বান্দাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে মধ্যপন্থা ও ধীরস্থিরতা মানুষকে যেকোনো আমল সব সময় আদায় করতে সহযোগিতা করে। এ জন্যই হাদিসে ধীরস্থিরতার সাথে সময়মতো আমল শুরু করলে শেষ পরিণতি ভালো হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, 'وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ' 'আর ভোররাতে যে যাত্রা শুরু করে, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে'।[১১০]

আর মুমিন তো তার প্রতিপালকের পথে যাত্রা শুরু করবে এবং গন্তব্যে পৌঁছে থামবে। যেমন, আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

"হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তাঁর সাক্ষাৎ ঘটবে।"[১১১]

আরেক আয়াতে বলেন :

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"এবং পালনকর্তার ইবাদাত করুন, আপনার কাছে সুনিশ্চিত ক্ষণের (অর্থাৎ মৃত্যুর) আগমন পর্যন্ত।।"[১১২]

হাসান বসরী ؒ বলেন, 'হে আমার কওম, নিয়মিত আমল করো। নিয়মিত আমল করো। কেননা, আল্লাহ ﷻ মৃত্যু ব্যতীত মুমিনের আমলের বিনিময় দিতে দেরি করবেন না। অর্থাৎ মৃত্যুর পরপরই বিনিময় পেয়ে যাবে।'[১১৩]

এ কথা বলে তিনি ওপরের আয়াত তিলাওয়াত করেন।

---

১১০. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ২৪৫০। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ৩৫, কিয়ামতের আলামত ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ : ১৮

১১১. সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৬

১১২. সূরা হিজর, ১৫ : ৯৯

১১৩. ফসলুল খুত্তাব ফিয যুহদি ওয়ার রকাইকি ওয়াল আদাব : ১/২১১

তিনি আরও বলতেন, 'তোমাদের অন্তর হলো তোমাদের বাহন। তোমরা তোমাদের বাহন ঠিকঠাক রাখো। তবেই এই বাহন তোমাদের আল্লাহ ﷻ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।'[১১৪]

বাহন ঠিকঠাক করার উদ্দেশ্য হলো, তার অন্তরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। এমনভাবে তার যত্ন নেওয়া যেন সঠিক পদ্ধতিতে অন্তরের শক্তি সঞ্চয় হয় এবং জীবন গঠনের পথে অন্তরের প্রতি সহানুভূতির আচরণ হয়। বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে চলার পথে কখনো অতি উদ্দীপনা ও কখনো ভীতির কারণে থমকে যাওয়ার রহস্য সহজেই জানা যাবে। আর এভাবে চলতে চলতেই মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

জনৈক সালাফ বলেছেন,

اَلرَّجَاءُ قَائِدٌ وَالْخَوْفُ سَائِقٌ، وَالنَّفْسُ بَيْنَهُمَا كَالدَّابَّةِ الْحَرُونِ

'আশা হলো পথনির্দেশক এবং ভয় হলো চালক। আর অন্তর উভয়ের মাঝে ছুটে বেড়ানো এক অবাধ্য প্রাণী।'

এ কারণেই নির্দেশক যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, চালক শিথিলতা দেখাতে শুরু করে, তখন একগুঁয়ে অবাধ্য প্রাণীমাত্রই যাত্রা থামিয়ে এলোমেলো চলতে থাকে। তখন তার প্রতি সহানুভূতি ও সঠিক সীমারেখা অবলম্বন করে তার চলার পথ সহজ করে তোলা অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

ঠিক যেমন উটচালকগণ পাহাড়ি উপত্যকায় উটের পালকে উৎসাহ দিয়ে বলে থাকে,

بَشَّرَهَا دَلِيْلُهَا وَقَالَا ... غَداً تَرَيْنَ الطَّلْحَ والجِبالَا

পিঠের পরে বসে চালক শুধায় আশার বাণী,
কালই তুমি দেখবে পাহাড় দেখবে কলার কাঁদি![১১৫]

---

১১৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ৬/২২০ (সামান্য পরিবর্তিত)।
১১৫. যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর তাফসীরে ইবনে জাওযিয়্যাহ : ৩/২২৩। সূরা ওয়াকিয়ার ২৭-৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।

আর ভয় হলো চাবুকের মতো। কোনো প্রাণীকে যখন চাবুক মারা হয় তখন তা সজাগ-সতর্ক হয়ে ওঠে। সুতরাং আশার বাণী শোনানোর পাশাপাশি সতর্ক ও সজাগ রাখার জন্য কখনো কখনো চাবুকও মারতে হয়। এটা খুবই প্রয়োজন। আর এই প্রক্রিয়া গন্তব্যে পৌঁছার আগ পর্যন্ত চালু রাখা জরুরি।

আবু ইয়াজিদ বুসতামী ﵀ বলেন,

مَا زِلْتُ أَقُوْدُ نَفْسِيْ إِلَى اللهِ وَهِيَ تَبْكِيْ حَتَّى سُقْتُهَا وَهِيَ تَضْحَكُ

'যখনই আমি আমার অন্তরকে আল্লাহমুখী করতে চেয়েছি, সে কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে গেছে। কিন্তু যখন গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। তার মুখে হাসি ফুটেছে।'[১১৬]

জনৈক কবি বলেন,

إِذَا شَكَتْ مِنْ كَلَالِ السَّيْرِ أَوْعَدَهَا *** رُوحُ الْقُدُومِ فَتَحْيَا عِنْدَ مِيعَادِ

এ মন যখন চায় পেছাতে যাত্রাপথের ক্লান্তি ভারে,
শোনাও তারে সুখের খবর যা রয়েছে শেষ দুয়ারে।[১১৭]

আল্লাহ ﷻ-কে পেতে হলে চলতে হবে 'সিরাতুল মুসতাকীমের' পথে

খুলাইদ আল-আসরী ﵀ বলেন,

إِنَّ كُلَّ حَبِيْبٍ يُحِبُّ أَنْ يَلْقَى حَبِيْبَهُ، فَأَحِبُّوْا رَبَّكُمْ وَسِيْرُوْا إِلَيْهِ سَيْرًا جَمِيْلاً لَا مُصْعِدًا وَلَا مُمَيِّلًا

'প্রত্যেক প্রেমিকই তার প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ পেতে ভালোবাসে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে (আল্লাহকে) ভালোবাসো এবং সুন্দরভাবে তাঁর পথে চলতে থাকো। কোনোরূপ কঠোরতা কিংবা অতি উদাসীনতার সাথে নয়।'

সিরাতুল মুসতাকীমের উদ্দেশ্য হলো মহান রব আল্লাহ ﷻ-এর মারিফাত লাভ

---

১১৬. সাইদুল খাতির : ১/১১৪

১১৭. যাদুল মাআদ : ২/৩১। শব্দের সামান্য ভিন্নতা রয়েছে।

করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর পরিচয় লাভ করতে পারেনি, সে আর চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

ছাওবান বিন ইবরাহীম জুননুন মিসরি ؒ-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'সবচেয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষ কে?' তিনি বললেন,

'مَنْ لَا يَعْرِفُ الطَّرِيقَ إِلَى اللهِ وَلَمْ يَتَعَرَّفْهُ'

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর পরিচয় লাভের উপায় জানে না এবং তাঁকে চেনেও না।'[১১৮]

আল্লাহ ﷻ-কে পাওয়ার পথ হলো সিরাতুল মুসতাকীম অনুসারে চলা। এটা সেই পথ, যে পথে আল্লাহ ﷻ সমস্ত নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। অবতীর্ণ করেছেন সকল কিতাব ও সহীফা। এবং সমস্ত সৃষ্টিজগৎকে এই পথ ধরেই এগিয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'সিরাতুল মুসতাকীম কী?' তিনি বললেন,

تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَاهُ، وَطَرَفُهُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَنْ يَمِينِهِ جَوَادٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ جَوَادٌّ، وَثَمَّ رِجَالٌ يَدْعُونَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ، فَمَنْ أَخَذَ فِي تِلْكَ الْجَوَادِّ انْتَهَتْ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَمَنْ أَخَذَ عَلَى الصِّرَاطِ انْتَهَى بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ:» وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا« الأنعام: ١٥٣

রাসূল ﷺ আমাদের পথের এক প্রান্তে রেখে গিয়েছেন। এর অপর প্রান্তে রয়েছে জান্নাত। এই পথের ডানে রয়েছে বেশ কিছু পথ। আর বামেও রয়েছে বেশ কিছু পথ। আর এসব পথে দাঁড়িয়ে কিছু লোক পথ ধরে চলা লোকদের ডাকছে। যারা তাদের ডাকে সেসব পথে চলেছে, তাদের গন্তব্য শেষ হয়েছে জাহান্নামে। আর যারা সোজা পথে চলেছে, তাদের গন্তব্য শেষ হয়েছে জান্নাতে। অতঃপর ইবনু মাসউদ ؓ তিলাওয়াত করলেন :

---

১১৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ৯/৩৭২

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও। ৬ : ১৫৩)"[১১৯]

মূলত উদ্দিষ্ট গন্তব্য হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর আল্লাহ ﷻ-কে পাওয়ার পথই হলো 'সিরাতুল মুসতাকীম' বা সরল সঠিক পথ। এ ছাড়া বাকি সকল পথই শয়তানের পথ। যে পথে চললে বান্দা আল্লাহ ﷻ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কিংবা তাঁর ক্ষোভ, ক্রোধ ও আজাবে নিপতিত হবে।

শেষ আমলই নির্ভরযোগ্য

অনেক মানুষই প্রথম জীবনে শরীআহ নির্দেশিত 'সিরাতুল মুসতাকীমের' পথে চলে থাকেন। কিন্তু শেষ জীবনে এসে পথ বদলে শয়তানের পথে চলতে শুরু করেন এবং ফলে আল্লাহ ﷻ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসের মুখে নিপতিত হন।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا

সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই! নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে। অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার ওপর

---

[১১৯]. তাফসীরে তাবারী : ৯/৬৭১, সূরা আনআমের ১৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/৩৩০, একই আয়াতের ব্যাখ্যায়। মুসনাদে আহমাদ : ৭/৪৩৬, হাদিস নং : ৪৪৩৭। সনদ হাসান।

জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের ন্যায় কাজ-কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি তার ওপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়।[১২০]

আবার অনেক মানুষ প্রথম জীবনে শয়তানের প্ররোচনায় বিপথে চলেও শেষ জীবনে এসে 'সিরাতুল মুসতাকীমের' আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান লাভে ধন্য হয়ে আল্লাহ ﷻ-এর মারিফাত লাভ করে।

তবে সবচেয়ে উত্তম হলো শুরু হতে শেষ পর্যন্ত 'সিরাতুল মুসতাকীমের' শাশ্বত পথের একনিষ্ঠ পথিক হিসেবে দৃঢ়পদ থাকতে পারা। আর এটা একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহেই সম্ভব। যেমন, তিনি বলেন :

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।"[১২১]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

وَاللهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আলয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।"[১২২]

অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ ﷻ-এর মারিফাত লাভের পথ হতে ফিরে আসে অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে। কারণ, হাদিসের ভাষ্যমতে 'অন্তরসমূহ মহামহিমান্বিত করুণাময়ের দু-আঙুলের মাঝে অবস্থিত'।[১২৩]

---

১২০. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬৪৩। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে। অধ্যায় : ৪৬, তাকদীর। অনুচ্ছেদ : ১, মাতৃগর্ভে মানুষের অবস্থা ইত্যাদি। সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩২০৮, শব্দ ভিন্ন।

১২১. সূরা জুমআ, ৬২ : ৪

১২২. সূরা ইউনুস, ১০ : ২৫

১২৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৩৮৩৪। আনাস বিন মালিক ﷺ হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ৩৪, দুআ। অনুচ্ছেদ : ২, রাসূল ﷺ-এর দুআ। তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৫২২

আল্লাহ ﷻ বলেন :

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاء

"আল্লাহ তাআলা পার্থিব জীবনে এবং পরকালে মুমিনদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দৃঢ়পদ রাখেন। । এবং আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"[১২৪]

কাযি শুরাইহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

خَلِيلَيَّ قُطَّاعُ الفَيَافِي إلى الحِمَى *** كَثِيرٌ وَأمَّا الواصِلُونَ قَلِيلُ

বন্ধু আমার! তপ্ত হাওয়া মরুর বুকে,
বাদ পরে যায় বেশির ভাগই পৌঁছে শুধু অল্প লোকে।[১২৫]

আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্যলাভে বান্দার কী লাভ

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

"যে আমার প্রতি এক বিঘত এগিয়ে আসে আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। আর যে আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক গজ দুহাত অগ্রসর হই। যে আমার নিকট পায়ে হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দৌড়ে আসি। যে আমার সাথে কাউকে কোনো বিষয়ে শিরক (অংশীদার স্থাপন) ব্যতীত জমিন পরিমাণ গুনাহ নিয়েও সাক্ষাৎ করে, আমি তার সাথে অনুরূপ জমিন পরিমাণ মাগফিরাত (ক্ষমা) নিয়ে সাক্ষাৎ করি।"[১২৬]

---

১২৪. সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৭
১২৫. লাতাইফুল মাআরিফ : ১/২৩৬
১২৬. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬৮৭। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে। অধ্যায় : ৪৮, জিকির, দুআ, তাওবা

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আরও রয়েছে,

وَاللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ، وَاللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ، وَاللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ

আর আল্লাহ ﷻ সর্বোচ্চ ও সর্বমহান, আর আল্লাহ ﷻ সর্বোচ্চ ও সর্বমহান, আর আল্লাহ ﷻ সর্বোচ্চ ও সর্বমহান।[১২৭]

একই গ্রন্থের অপর এক হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا ابْنَ آدَمَ، قُمْ إِلَيَّ أَمْشِ إِلَيْكَ، وَامْشِ إِلَيَّ أُهَرْوِلْ إِلَيْكَ

"হে আদমসন্তান, তুমি আমার প্রতি দণ্ডায়মান হও। আমি তোমার দিকে এগিয়ে আসব। তুমি আমার প্রতি এগিয়ে আসো। আমি তোমার প্রতি দ্রুত অগ্রসর হব।"[১২৮]

জনৈক কবি আল্লাহ ﷻ-এর কথা তুলে ধরেছেন কবিতার ছন্দে,

مَنْ أَقْبَلَ إِلَيْنَا تَلَقَّيْنَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ *** وَمَنْ أَرَادَ مُرَادَنَا أَرَدْنَا مَا يُرِيْدُ

وَمَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ فَوْقَ الْمَزِيْدِ *** وَمَنْ عَمِلَ بِقُوَّتِنَا أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ

দূর হতে যে ছুটে আসে আমার পানে, রাখি তারে আপন ছায়াতলে

আমাতে যার স্বপ্ন গড়া রেখেছি তারে আপন করে।

দুহাত তুলে চাইবে যে জন, বেশি কিছুই দেবো তারে

আমলে যে জন রইবে নত, শক্ত লোহাও কোমল হবে তার তরে।[১২৯]

ও ইসতিগফার। অনুচ্ছেদ : ৬, জিকির, দুআ ও আল্লাহ ﷻ-এর নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত।

১২৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২১৩৭৪। সনদ হাসান সহীহ।

১২৮. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৫৯২৫। হাদিসটি কাযি শুরাইহ ؒ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। তবু মুহাদ্দিসগণ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। এ ছাড়াও মুসনাদে আহমাদের ১১৩৬১ নং হাদিসে আবু সাঈদ খুদরী ؓ হতে ভিন্ন শব্দে একই অর্থের বর্ণনা পাওয়া যায়।

১২৯. আয-যাওউল মুনীর আলাত তাফসীর ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ ؒ : ৫/২২৪। সূরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। মুসনাদে আহমাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সেখানে বক্তব্যটি হাদিস হিসেবে আনা হলেও হাদিসে অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় না। এ ছাড়া ইবনুল কায়্যিম ؒ-এর সাথে গ্রন্থকারের শব্দ ও বিন্যাসেও পার্থক্য রয়েছে।

পাঠক, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন! আপনি যদি নিরাপত্তার আশায় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দ্বারস্থ হলেন। আপনার আগমনের খবর শুনে তিনি আপনার দিকে এগিয়ে আসলেন, কিন্তু আপনার সাথে সাক্ষাৎ না করেই পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। তখন আপনার মনের অবস্থা কী হবে? অনেক সময় শয়তানের ধোঁকা আপনাকে আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির পথ হতে আড়াল করে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দূরে সরিয়ে দেয়। অথচ সর্বময় সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ ﷻ বলেন, 'مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً' "যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুটে আসি।"[১৩০]

আল্লাহ ﷻ এভাবে ডাকছেন। সুযোগ দিচ্ছেন। আর আপনি আমি কিনা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি?

এ তো নিজের সাথেই নিচুমানের আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল! এ তো নিজেকে চিরস্থায়ী ক্ষতির অতল গহীনে ছুড়ে দেয়ার সীমাহীন নির্বুদ্ধিতার প্রদর্শনী!

কাযি শরীফ মুরতাজা রহ. বলেন,

وَاللهِ مَا جِئْتُكُمْ زَائِرًا *** إِلَّا وَجَدْتُ الْأَرْضَ تُطْوَى لِي

وَلَا ثَنَيْتُ الْعَزْمَ عَنْ بَابِكُمْ *** إِلَّا تَعَثَّرْتُ بِأَذْيَالِي

শপথ খোদার, তোমার পানে এগিয়ে যেতেই গুটিয়ে আসে বিশাল জগৎখানি!

হোঁচট খেয়ে আঁচল ছিঁড়ে নিজেকে তাই নিজেতে ফিরিয়ে আনি।[১৩১]

তাই হে আমার আগ্রহী ভাই ও বন্ধুগণ, আল্লাহ ﷻ-এর মারিফাত লাভে ধন্য হওয়ার পথ তো সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এখন তবে আর কিসের বাধা? কিসের বিলম্ব?

---

১৩০. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬৮৭। আবু যর গিফারী রা. হতে। অধ্যায় : ৪৮, জিকির, দুআ, তাওবা ও ইসতিগফার। অনুচ্ছেদ : ৬, জিকির, দুআ ও আল্লাহ ﷻ-এর নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত।

১৩১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১২/১৮১। তবে সেখানে আল্লাহর নামে শপথের বদলে রাত্রিবেলাকে সম্বোধন করা হয়েছে। শপথের বাক্যটি রয়েছে সাইদুল খাতির : ১/৫০২ গ্রন্থে।

ইবরাহীম আল খাওয়াস ﷺ বলেন,

لَقَدْ وَضَحَ الطَّرِيقُ إِلَيْكَ قَصْدًا *** فَمَا خَلْقٌ أَرَادَكَ يَسْتَدِلُّ

খুলে গেছে আজ তোমার পানে প্রিয়র পথের দ্বার,
তবু তুমি বসে কার আশাতে আর?[১৩২]

আল্লাহ ﷻ বলেন :

أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ

"আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য।"[১৩৩]

তিনি আরও বলেন :

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

"হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।"[১৩৪]

জনৈক কবি বলেন,

يَا نَفْسُ وَيْحَكِ قَدْ أَتَاكِ هُدَاكِ *** أَجِيْبِيْ فَهَذَا دَاعِيَ اللهِ قَدْ نَادَاكِ

كَمْ قَدْ دُعِيْتِ إِلَى الرَّشَادِ فَتُعْرِضِيْ *** وَأَجِبْتِ دَاعِيَ الْغَيِّ حِيْنَ دَعَاكِ

শোনো হে পোড়া মন! শোনো হিদায়াতের আহ্বান,
রবের ডাকে দাও গো সাড়া আজি।
আর কতকাল ফিরিয়ে দেবে হকের আহ্বান?
মাথা পেতে আর নেবে কত মিথ্যা কারসাজি?

১৩২. মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার : ৮/১০৩; শরহু ফিকহিল আকবার (মোল্লা আলী কারী ﷺ) : ২২। তবে উভয় গ্রন্থের সাথে শব্দের সামান্য পার্থক্য আছে।

১৩৩. সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১০

১৩৪. সূরা আহক্বাফ, ৪৬ : ৩১

আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের উপায়

আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্যলাভের দুটি পন্থা রয়েছে। একটি দুনিয়াতে—ইহকালে। অপরটি আখিরাতে—পরকালে।

দুনিয়ার পার্থিব জীবনে আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্য হলো তাঁর মারিফাত তথা যথাযথ পরিচয় লাভ করা। বান্দা যখন তার মহান প্রতিপালকের পরিচয় জানতে পারবে তখন তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করবে। তাঁর আনুগত্যের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেবে। তাঁকে সর্বদা নিজের পাশে অনুভব করবে। দুআ ইত্যাদিতে আল্লাহ ﷻ-এর তাৎক্ষণিক সাড়া লাভ করবে। বিভিন্ন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের কিতাবে যেমন লেখা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

ابْنَ آدَمَ خَلَقْتُكَ لِعِبَادَتِي فَلَا تَلْعَبْ، وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ فُتُّكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ

হে আদমসন্তান, তোমাকে আমি ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অতএব খেল-তামাশায় মত্ত হয়ে পোড়ো না। তোমার রিজিকের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। অতএব দুশ্চিন্তায় ভুগো না। তুমি আমাকে খোঁজো, পেয়ে যাবে। যদি তুমি আমাকে পেয়ে যাও, তাহলে তুমি সবই পেলে। আর যদি আমাকে হারাও তবে তুমি সব হারালে।[১৩৫]

কবি বলেন,

بَرَزَ الْمَرْسُوْمُ مِنَّا *** لَا نُخَيِّبُ قَطُّ ظَنًّا

فَاطْلُبُوْنَا تَجِدُوْنَا *** فِيْ قُلُوْبٍ قَدْ تَسَعْنَا

صَابِرَاتٌ رَاضِيَاتٌ *** بِالَّذِيْ قَدْ يَصْدُرُ عَنَّا

হুকুম তাহার হয়েছে জারি মোদের মাথার পরে,

এড়িয়ে তারে চলতে নারি সুদূর কল্পনাতে।

---

১৩৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৭/৩৯৭। সূরা যারিয়াত ৫২-৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। তবে বর্ণনাটি ইসরাইলী রিওয়ায়াত হিসেবে প্রসিদ্ধ। দেখুন : মাজমূউল ফাতাওয়া লিবনি তাইমিয়্যাহ : ৮/৫২

খুঁজে ফিরো সব এই আমারে তবেই না পাবে,

মনের মাঝে ভাগের বোঝা থাকুক কল্পনাতে।

ধৈর্য নিয়ে খুশি মনে এগিয়ে এসো সবে,

আমার হদিস পাবে সবে শুধুই সাধনাতে।

জুননুন মিসরি ﷺ রাতের অন্ধকারে খোলা আকাশের নিচে বেড়িয়ে এসে আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে এদিক-ওদিক তাকাতেন আর ভোর পর্যন্ত নিচের পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতেন,

اطْلُبُوا لِأَنْفُسِكُمْ *** مِثْلَ مَا وَجَدْتُ أَنَا

قَدْ وَجَدْتُ لِي سَكَنًا *** لَيْسَ هُوَ فِي هَوَاهُ عَنَا

إِنْ بَعَدْتُ قَرَّبَنِي *** أَوْ قَرُبْتُ مِنْهُ دَنَا

যা কিছু আমি পেয়েছি আমার তরে, খুঁজে ফিরো তা সকলে নিজের তরে

পেয়েছি আমি শান্তি ও সুখ, পাইনি মোটেও কষ্ট কিছুর তরে

দূরে গেলে যে আসেন কাছে, রাখেন রবের আপন ছায়াতলে।[১৩৬]

আর আখিরাতের পরকালীন জীবনে আল্লাহ ﷻ-কে পাওয়ার উদ্দেশ্য হলো জান্নাতে প্রবেশ করা। কেননা, জান্নাত হলো আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্যলাভকারী বান্দাদের জন্য সম্মান ও পুরস্কার লাভের স্থান।

তবে জান্নাতের মধ্যেও মর্যাদা, সম্মান, বিনিময় ও সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তর থাকবে। আর এ সবই হবে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ ﷻ-এর সাথে কার কতটুকু গভীর সম্পর্ক ছিল তার ভিত্তিতে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ٧ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ٨ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ٩ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٠ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ١١

১৩৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ৯/৩৪৪

“এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা ডান দিকে, কত (বড়) ভাগ্যবান তারা! এবং যারা বামদিকে, কত হতভাগা তারা! অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল।”[১৩৭]

শিবলী ﵀ নিজের ঘরে আল্লাহ ﷻ-এর ভালোবাসায় চরম আসক্ত হয়ে নিচের পঙ্ক্তিটি আওড়াতেন,

عَلَى بُعْدِكَ لَا يَصْبِرُ *** مَنْ عَادَتُهُ الْقُرْبُ

وَلَا يَقْوِىْ عَلَى هُجْرِكَ *** مَنْ تَيَّمَهُ الْحُبُّ

فَإِنْ لَمْ تَرَكَ الْعَيْنُ *** فَقَدْ يُبْصِرُكَ الْقَلْبُ

বিরহ তোমার সইবে না মন, সদা যে তোমায় এসেছে দেখে

বিচ্ছেদ তব কেমনে সইবে বলো, সে যে বনেছে গোলাম তোমার প্রেমে

চর্মচক্ষে দেখে না তাতে কী আসে যায় বলো, অন্তরে তো নিত্য তারে দেখে।[১৩৮]

ইসলাম, ঈমান ও ইহসানকে আঁকড়ে ধরা ব্যক্তির বিবরণ

দুনিয়ার পার্থিব জীবনে ‘সিরাতুল মুসতাকীম’ তথা সরল সঠিক পথের তিনটি স্তর রয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান।

যে ব্যক্তি ইসলাম অর্থাৎ শুধু দীনের সমস্ত বিষয়কে মৌখিকভাবে মেনে নিয়েছে এবং বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তার আমলে ঘাটতি রয়েছে। এমন ব্যক্তি যদি আমৃত্যু ইসলামের ওপর অটল থাকে, তবে সে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাবে না। এবং প্রথম সুযোগেই জান্নাতে চলে যাবে এমন আশাও করা যায় না। তবে কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

---

১৩৭. সূরা ওয়াক্বিয়া, ৫৬ : ৭-১১
১৩৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/২১৫

আর যে ব্যক্তি ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস ও স্বীকারের পাশাপাশি আমলেও সমান তৎপর থাকে সে কিছুতেই জাহান্নামে যাবে না। তার ঈমানের নূর জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেবে। তাবরানীর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন,

تَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: جُزْ يَا مُؤْمِنُ، فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبِي

কিয়ামতের দিন জাহান্নাম মুমিনগণকে বলবে, 'হে মুমিন, এবার ক্ষান্ত হও। তোমার নূর আমার অগ্নিশিখা নিভিয়ে দিয়েছে।'[১৩৯]

এক বর্ণনায় জাহান্নামে প্রবেশের ব্যাপারে জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেন,

لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَتَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْدًا وَسَلَامًا، كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، حَتَّى إِنَّ لِلنَّارِ، - أَوْ قَالَ: لِجَهَنَّمَ - ضَجِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ

নেককার ও গুনাহগার কেউই জাহান্নামে প্রবেশ হতে বাকি থাকবে না। তবে মুমিন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম এমন শীতল ও শান্তিদায়ক হবে, যেমন ইবরাহীম ﷺ-এর জন্য আগুন হয়েছিল। এমনকি জাহান্নাম মুমিনের শীতলতার কারণে চিৎকার শুরু করবে।[১৪০]

এই প্রশান্তিময় শীতলতা মুমিনগণ তাদের পিতা ইবরাহীম ﷺ-এর অবস্থা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

কবি আবু তাইয়্যিব মুতানাব্বী বলেন,

فَفِي فُؤَادِ المُحِبِّ نارُ جَوىً *** أَحَرُّ نارِ الجَحيمِ أَبرَدُها

প্রেমের আগুন জ্বলছে সদা সুপ্ত প্রেমিক মনে,

তপ্ত শিখা জাহান্নামের শীতল দহনে।[১৪১]

---

১৩৯. মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী : ২২/২৫৮-২৫৯, হাদিস নং : ৬৬৮। ইয়ালা বিন মুনাব্বিহ ﷺ হতে মারফু সূত্রে। সনদ দুর্বল। হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ৯/৩২৯

১৪০. মুসনাদে আহমাদ : ২২/৩৯৬, হাদিস নং : ১৪৫২০। সনদ দুর্বল।

১৪১. দিওয়ানে মুতানাব্বী : ৮। দারু বৈরুত প্রকাশিত

আর যে ব্যক্তি ইহসানের গুণে গুণান্বিত হয়ে আমৃত্যু আমল করে যাবে। মৃত্যুর পর সে আল্লাহ ﷻ-এর একান্ত নৈকট্যলাভে ধন্য হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি (পুরস্কার)। আর কলঙ্ক ও লাঞ্ছনা তাদের চেহারাগুলোকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতবাসী। তারা তাতে স্থায়ী হবে।"[১৪২]

এক সহীহ বর্ণনায় সুহাইব বিন সিনান রুমী ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ

জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন, "তোমরা কি চাও আমি অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিই?" তারা বলবে, 'আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেননি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এরপর আল্লাহ তাআলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অতি প্রিয় কোনো বস্তু তাদের দেওয়া হয়নি।'[১৪৩]

হাম্মাদ বিন সালামা ﷺ হতে বর্ণিত অন্যান্য সনদে রাসূল ﷺ ওপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৪৪]

---

১৪২. সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬

১৪৩. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৮১। অধ্যায় : ১, ঈমান। অনুচ্ছেদ : ৮০, আখিরাতে মুমিনগণ তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে।

১৪৪. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৮১; তিরমিযি, হাদিস নং : ২৫৫২; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৮৭। গ্রন্থকার ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ হাদিসটি যেভাবে তুলে ধরেছেন হুবহু এভাবে মূল হাদিসের কিতাবসমূহে কোনো বর্ণনা নেই।

ওপরের আয়াতে উল্লেখিত 'আরও বেশি' বা অতিরিক্ত বলতে আল্লাহ তাআলার দীদারকেই বোঝানো হয়েছে।[১৪৫]

স্বাভাবিকভাবে সমস্ত জান্নাতবাসীই আল্লাহ ﷻ-এর সাক্ষাৎলাভে ধন্য হবে। তবে সাক্ষাৎকালীন নৈকট্য ও সময়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

সাধারণ জান্নাতবাসীগণ সপ্তাহের অতিরিক্ত দিন অর্থাৎ জুমআর দিন আল্লাহ ﷻ-এর দীদার লাভ করবেন। আর বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত জান্নাতীগণ দৈনিক দুবার এই অনন্য নিয়ামতের সুধা পান করবেন। সকাল ও সন্ধ্যায়।

সাধারণ জান্নাতীগণ দৈনিক সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা রিজিক লাভ করবেন। আর বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত জান্নাতীগণ দৈনিক দুবার আল্লাহ ﷻ-এর সাক্ষাৎলাভে ধন্য হবেন।

প্রকৃত মারিফাত লাভকারীগণ দিনের একটি অংশেও নিজের প্রেমাস্পদের দর্শন ব্যতিরেকে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না।

শিবলী ﷺ একবার হজ্জমৌসুমে এক যুবককে দেখতে পেলেন, কোনোরকম দানাপানি ছাড়াই হজ্জ করতে চলে এসেছে।

তার এ অবস্থা দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সাথে কোনো দানাপানি দেখিছি না যে?'

যুবক উত্তর দিলো, 'إِذَا جُعْتُ فَذِكْرُهُ زَادِي، وَإِذَا عَطِشْتُ فَمُشَاهَدَتُهُ سُؤْلِي وَمُرَادِي' 'ক্ষুধা লাগলে তাঁর জিকিরই আমার খাদ্য। আর তৃষ্ণা পেলে তাঁর সাক্ষাৎই আমার পরম আরাধ্য।'[১৪৬]

জনৈক ব্যক্তি এক আল্লাহওয়ালাকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাকে তার পরিচিত দুজন আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যারা ইতিপূর্বে ইনতিকাল করেছেন।

---

১৪৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/২২৯, সূরা ইউনুসের ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।
১৪৬. মাছীরুল গুররামিস সাকিন ইলা আশরাফিল আমাকিন ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ : ১/৪১৯

বুযুর্গ বললেন, 'তাদের দুজনকে এইমাত্র আমি আল্লাহ ﷻ-এর সামনে খানাপিনায় ব্যস্ত দেখে এসেছি।'

স্বপ্নদ্রষ্টা জানতে চাইলেন, 'আপনার কী অবস্থা?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ ﷻ খাওয়া-দাওয়ার প্রতি আমার অনীহা সম্পর্কে জানেন। তাই আমার জন্য তাঁর সাক্ষাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।'

সুলতানুল আরিফীন আবু ইয়াজীদ বুসতামী এক যুবকের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এই পঙ্‌ক্তিটি উল্লেখ করেন,

أَنْتَ رَبِّي إِذَا ظَمَأْتُ إِلَى الْمَاءِ *** وَقُوَّتِيْ إِذَا أَرَدْتُ الطَّعَامَا

তিয়াস পেলে তুমিই আমার শীতল জলরাশি,

ক্ষুধা পেলে শক্তি তুমি আমার অহর্নিশি।[১৪৭]

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي مُلْكِ أَلْفَيْ سَنَةٍ يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ يَنْظُرُ فِي أَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

জান্নাতের সবচেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিটি নিজের দুই হাজার বর্ষ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শেষ সীমানাও এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন সে তার নিকটের সবকিছু দেখতে পায়। এমনিভাবে নিজের স্ত্রী ও পরিচারক-পরিচারিকাদেরও সে দেখতে পাবে। আর জান্নাতের সবচেয়ে বেশি মর্যাদা লাভকারী ব্যক্তি দৈনিক দুবার আল্লাহ ﷻ-এর সাক্ষাৎ লাভ করবে।[১৪৮]

সুনানে তিরমিযিতে আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত এমন আরও একটি হাদিস আছে। রাসূল ﷺ বলেন,

---

১৪৭. লাতাইফুল মাআরিফ : ২২১। আবু ইয়াজিদ বুসতামীর নাম রয়েছে, কিতাবুল ইসমিল আজাম শাইখ আব্দুল বাকী মিফতাহ : ২৩৫

১৪৮. মুসনাদে আহমাদ : ৮/২৪০, হাদিস নং : ৪৬২৩। আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه হতে। সনদ দুর্বল।

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٣ : سورة القيامة}.

সর্বনিম্ন দরজার জান্নাতীর সাম্রাজ্য, স্ত্রী, নিয়ামত, সেবক ও সিংহাসনসমূহ যে দেখতে চাইবে তার জন্য তা হাজার বছরের পথ। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার জান্নাতী হলো যে জান্নাতী সকাল-বিকাল তাঁর চেহারার দীদার লাভ করবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

"وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٢٣"

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের পরওয়ারদিগারের প্রতি তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২২, ২৩)[১৪৯]

একই অর্থবিশিষ্ট হাদিস সিহাহ সিত্তার কিতাবসমূহেও রয়েছে। জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন,

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةً ء يَعْنِي البَدْرَ ء فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأَ: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ} [ق: ٣٩]

একবার আমরা নবীজি ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনই অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো

১৪৯. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ২৫৫৩। অধ্যায় : ৩৬, জান্নাতের বিভিন্ন অবস্থা। অনুচ্ছেদ : ১৭, জান্নাতে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ। সনদ দুর্বল।

ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার আগের নামায আদায় করতে পারলে তোমরা তা-ই করবে। তারপর তিনি পাঠ করলেন : ‘وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ’ “আর সূর্য উদয়ের পূর্বে ও অস্তমিত হওয়ার পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করুন।” (সূরা ক্বফ, ৫০ : ৩৯)[১৫০]

সকাল-সন্ধ্যা, এই দুই সময়ের ফযীলত ও উদ্দেশ্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষ্য অনুযায়ী উল্লিখিত দুই সময়ে জান্নাতে বিশেষ লোকেরা আল্লাহ ﷻ-এর দীদার লাভের সুযোগ পাবে। আর পার্থিব জীবনে নবীজি ﷺ এই দুই সময়ের নির্ধারিত নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে বলেছেন।

অতএব যে ব্যক্তি এই দুই সময়ের নামায যথাযথ গুরুত্ব-সহকারে, সময়মতো, খুশু-খুযুর সাথে পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে। আশা করা যায়, ‘সে জান্নাতে এই দুই সময়ে আল্লাহ ﷻ-এর সাক্ষাৎলাভের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হবে’।

বিশেষ করে এই দুই নামাযের পরপর আল্লাহ ﷻ-এর জিকিরসহ অন্যান্য নফল ইবাদাতে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমলে মগ্ন থাকা সর্বোত্তম। এর সাথে যদি শেষরাতে কিছু আমল করা যায়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিশেষ তিন সময়ের তিনটিতেই ইবাদাতের সৌভাগ্য ও ফযীলত লাভ করা সম্ভব হয়। সকাল, সন্ধ্যা ও শেষরাত্রে ইবাদাতে মগ্ন থাকার বিনিময় হিসেবে বান্দা মর্যাদার বিশেষ আসন লাভ করবে। বক্ষ্যমাণ বইয়ের সামগ্রিক আলোচনার উদ্দেশ্যই এটি। গুরুত্বপূর্ণ সময় তিনটিতে ইবাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই সূচনালগ্নে উল্লেখিত মহান উদ্দেশ্য। আল্লাহ ﷻ বলেন :

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

---

১৫০. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৫৫৪। অধ্যায় : ৯, নামাযের সময়। অনুচ্ছেদ : ২৪, আসরের নামাযের ফযীলত। বুখারী, হাদিস নং : ৭৪৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৬৩৩। গ্রন্থকার সহীহ শব্দ ব্যবহার করে হাদিসে আল্লাহ তাআলাকে পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখা যাবে বলে উল্লেখ করেছেন। তবে সিহাহ সিত্তার বর্ণনাসমূহে এমন কিছুর উল্লেখ নেই। বরং এ ধরনের শব্দের ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দেখুন : তাওয়ীলু মুখতালাফিল হাদিস ইবনে কুতাইবা : ২৯৭

“(মুত্তাকীগণ থাকবেন জান্নাতের) যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।”[১৫১]

যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত সত্যিকারের সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভের চেষ্টা করবে, আশা করা যায় ‘সে তা লাভ করবে’। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ

“এবং ঈমানদারগণকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাঁদের জন্য তাঁদের পালনকর্তার কাছে মহা মর্যাদা রয়েছে।”[১৫২]

প্রেমিকমাত্রই প্রেমাস্পদের ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরে। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। বাতাসে প্রেমাস্পদের ঘ্রাণ শুঁকে চলে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিখাদ ভালোবাসা লাভের পথে চলে।

আবু সাঈদ আল-খাররাজ বলেন,

أُسَائِلُكُمْ عَنْهَا فَهَلْ مِنْ مُخْبِرٍ *** فَمَا لِي بِنُعْمٍ بَعْدَ مَكْثِنَا عِلْمُ

فَلَوْ كُنْتُ أَدْرِي أَيْنَ خَيَّمَ أَهْلُهَا؟ *** وَأَيَّ بِلَادِ اللهِ إِذْ ظَعَنُوا أَمُّوا؟

إِذًا لَسَلَكْنَا مَسْلَكَ الرِّيحِ خَلْفَهَا *** وَلَوْ أَصْبَحَتْ نُعْمٌ وَمِنْ دُونِهَا النَّجْمُ

আছে কি কেউ বলতে পারে প্রিয়র ঠিকানা,
হারিয়ে তারে খুঁজে ফিরি কিছুই জানি না
জানতাম যদি কোথায় তাহার তাঁবুর খুঁটিখানি,
কোন শহরে গড়েছে সে প্রেমের সৌধখানি?
বাতাসে তাহার সুবাস শুঁকে ছুটব হাওয়ার তালে,
দুহাত ভরা মুক্তো ছেড়ে ছুটব তারার পানে।[১৫৩]

---

১৫১. সূরা ক্বামার, ৫৪ : ৫৫
১৫২. সূরা ইউনুস, ১০ : ২
১৫৩. তারীখে দামেশক : ৫/১৪২

আরেক কবি বলেন,

لَقَدْ كَبُرَتْ هِمَّةٌ اللهُ مَطْلُوْبُهَا *** وَشَرُفَتْ نَفْسٌ اَللهُ مَحْبُوْبُهَا

রবের পানে ছুটছে যে জন হিম্মতে সে সবার আগে,
আল্লাহ যারে ভালোবাসে অন্তরে সে সবার আগে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

"আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদাত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।"[১৫৪]

কবি বলেন,

مَا لِلْمُحِبِّ سِوَى إِرَادَةِ حُبِّهِ *** إِنَّ الْمُحِبَّ بِكُلِّ بِرٍّ يَضْرَعُ

প্রেমিক প্রেম ছাড়া যে নেই কো কিছু আর,
সকল কাজেই প্রেমিক মন জ্বলেপুড়ে অঙ্গার।[১৫৫]

দুনিয়ামুখী ও আখিরাতমুখী বান্দার অবস্থা

মানুষ যা কিছু চায় তার বিনিময় মূল্য অবশ্যই রয়েছে। তবে যে আল্লাহ ﷻ-কে পেতে চায় আর আখিরাতমুখী জীবন গড়ে তোলে, তার কোনো মূল্য হয় না। এ এক অমূল্য সম্পদ। আবার যে দুনিয়ামুখী জীবন গড়ে তোলে, তারও কোনো মূল্য হয় না। কারণ, দুনিয়া ও দুনিয়ামুখী জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ ও মূল্যহীন।

শিবলী ؒ বলেন,

مَنْ رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا أَحْرَقَتْهُ بِنَارِهَا، فَصَارَ رَمَادًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وَمَنْ رَكَنَ

১৫৪. সূরা আনআম, ৬ : ৫২
১৫৫. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২/৩৪২, শুআইব আরনাউত সম্পাদিত।

إِلَى الْآخِرَةِ أَحْرَقَتْهُ بِنُورِهَا، فَصَارَ ذَهَبًا أَحْمَرَ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَمَنْ رَكَنَ إِلَى اللهِ، أَحْرَقَهُ نُورُ التَّوْحِيدِ، فَصَارَ جَوْهَرًا لَا قِيمَةَ لَهُ

যে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে, দুনিয়ার আগুন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। অতঃপর বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

যে আখিরাতের প্রতি ঝুঁকে, আখিরাতের নূর তাকে পুড়িয়ে দেয়। অতঃপর সে লাল স্বর্ণে পরিণত হয়। যদ্দ্বারা সে উপকৃত হয়।

আর যে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ঝুঁকে, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের নূর তাকে পুড়িয়ে অমূল্য জাওহারে পরিণত করে।[১৫৬]

কবি আলী বিন জাবালাহ বলেন,

لَهُ هِمَمٌ لا مُنتَهى لِكِبارِها*** وَهِمَّتُهُ الصُغرى أَجَلُّ مِنَ الدَهرِ

তার ধীরস্থিরতায় পড়েনি কভু ক্রান্তিরেখা

তার সামান্য প্রত্যয়ে সময়ের পরিণাম হয় লেখা।[১৫৭]

শিবলী ؒ-কে একবার প্রশ্ন করা হলো, 'প্রেমিক কি তার প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ বিনা তুষ্ট হতে পারে?'

উত্তরে তিনি নিচের পঙ্‌ক্তিগুলো আওড়ালেন,

وَاللهِ لَوْ أَنَّكَ تَوَجَّتْنِي *** بِتَاجِ كِسْرَى مَلِكِ الْمَشْرِقِ

وَلَوْ بِأَمْوَالِ الْوَرَى جُدْتَ لِي *** أَمْوَالَ مَنْ بَادَ وَمَنْ قَدْ بَقِي

وَقُلْتَ لِي لَا نَلْتَقِي سَاعَةً *** اِخْتَرْتُ يَا مَوْلَايَ أَنْ نَلْتَقِيَ

শপথ রবের, পুবালী শাহী কিসরা রাজের মুকুট যদি দাও,

সঙ্গে যদি ভালো এবং মন্দ কিছু মিলিয়ে তুমি নাও।

---

১৫৬. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২/৪১৮, শুআইব আরনাউত সম্পাদিত।

১৫৭. তারীখে দামেশক : ৪১/১৩২

এর পরেতে বলো যদি তোমার দেখা পাব না।
মনে রেখো! তোমায় ছাড়া অন্য কিছু নেব না।[১৫৮]

স্বাভাবিকভাবেই আখিরাতের দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী লক্ষ্যে পথচলা কোনো বান্দা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নৈকট্য ব্যতীত অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। কবি বলেন,

كُلُّ غُدُوِّيْ وَرَوَاحِيْ *** فِيْ مَسَائِيْ وَصَبَاحِيْ
وَكَذَا ذِكْرُكَ رُوْحِيْ *** ثُمَّ رَيْحَانِيْ وَرَاحِيْ
أَنْتِ سُؤْلِيْ وَنَصِيْبِيْ *** وَمُرَادِيْ وَنَجَاحِيْ
يَا غِيَاثِيْ وَمَلَاذِيْ *** لِرَشَادِيْ وَصَلَاحِيْ

সকাল, বিকাল, প্রভাত কিংবা গোধূলি-লগনজুড়ে
স্মরণ তোমার শান্তি সুবাস ছড়ায় হৃদয়জুড়ে।
স্বপ্ন তুমি, লক্ষ্য তুমি, তুমিই সুখের মন্ত্র
সহায় তুমি, রেহাই তুমি, তুমিই চালিকা যন্ত্র।

একটি আয়াত ও কিছু কথা

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

“যারা অন্যায়কারী দুনিয়াতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু যদি তাদেরই হয়, আর তার সাথে সমপরিমাণ আরো হয়, তারা ক্বিয়ামতের কঠিন ‘আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ স্বরূপ ত দিতে চাইবে। সেখানে আল্লাহর নিকট থেকে তারা এমন কিছুর সম্মুখীন হবে যা তারা কখনো অনুমানও করেনি।”[১৫৯]

---

১৫৮. তারীখে দামেশক : ৬৬/৬৫
১৫৯. সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৭

উল্লিখিত আয়াতটি আল্লাহ ﷻ-এর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত আরিফগণের ভীতিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সাক্ষাতের সময় বান্দার সাথে এমন কিছু ঘটবে যা সে কল্পনাও করেনি। হয়তো এমন অবস্থায় তার মৃত্যু চলে আসবে, যখন সে আল্লাহ ﷻ হতে পুরোপুরি গাফিল। উদাসীন। বেপরোয়া। এমন অবহেলার মুহূর্তে যদি দুনিয়ার চোখ বন্ধ করে দিয়ে আখিরাতের পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে? আখিরাতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে বান্দার অবস্থা কেমন হবে? আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি দেখতে পাবে, যা তারা কল্পনাও করত না।

এ জন্যই উমর ইবনুল খাত্তাব ؓ বলতেন,

لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ الْيَوْمَ مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ

(আল্লাহর কসম) আমার নিকট যদি দুনিয়া ভরা সোনা থাকত, তবে মৃত্যুর ভয়াবহ অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিদয়া হিসাবে তা বিলিয়ে দিতাম।[১৬০]

এক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন,

لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ

তোমরা মৃত্যুর আশা কোরো না। কেননা, মৃত্যুর দৃশ্য খুবই ভয়াবহ। দীর্ঘ জীবন লাভ করা বান্দার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের দিকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়ে থাকেন।[১৬১]

জনৈক সালাফ বলেন, 'كَمْ مِنْ مَوْقِفِ خِزْيٍ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِكَ قَطُّ' 'আপনার জন্য কিয়ামতের দিনের চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে?'

---

১৬০. মজমাউজ জাওয়াইদ : ৯/৭৬-৭৭, হাদিস নং : ১৪৪৬৪। সনদ হাসান। বুখারীতে ভিন্ন শব্দে একই অর্থবিশিষ্ট বর্ণনা রয়েছে। দেখুন : সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৩৬৯২। মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ ؓ হতে। অধ্যায় : ৬২, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা। অনুচ্ছেদ : ৬, উমর ؓ-এর আলোচনা।

১৬১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৪৫৬৪। জাবির বিন আব্দুল্লাহ ؓ হতে। সনদ হাসান লিগাইরিহ। মজমাউজ জাওয়াইদ : ১০/২০৩, হাদিস নং : ১৭৫৪৩। সনদ হাসান।

এর কিছুটা আঁচ করা যায় আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র কালামে। তিনি বলেন :

لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

"তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ।"[১৬২]

যেসব কারণে আমল বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় অর্থহীন হয়ে যেতে পারে

এক. আমলের ভালো-মন্দ যাচাই না করেই ভালো কিছু আশা করা।

সাধারণত দেখা যায় যে, মানুষ আমল করে এবং বিনিময়ে ভালো কিছু আশা করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো অর্থহীন বিষাদে পরিণত হয়। এবং সাওয়াব বা ভালো বিনিময়ের পরিবর্তে তা মন্দ ও অশুভ পরিণাম বয়ে আনে।

তিনি আরও বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি সে যখন তার কাছে যায় তখন কিছুই পায় না এবং সেখানে সে আল্লাহকে পায় । অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"[১৬৩]

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

"আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা করে দেবো।"[১৬৪]

---

১৬২. সূরা কাফ, ৫০ : ২২
১৬৩. সূরা নূর, ২৪ : ৩৯
১৬৪. সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৩

আরেক আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

"যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কেয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি দেখতে পাবে, যা তারা কল্পনাও করত না।"[১৬৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'তারা আমল করে মনে করত সাওয়াবের কাজ করেছে। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল মন্দ ও গুনাহের কাজ।'

দুই. গুনাহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।

অনেক সময় মানুষ গুনাহকে তুচ্ছ মনে করে এবং একে নিয়ে উপহাসও করে থাকে। আর এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও উপহাসই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন, আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

"যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল।"[১৬৬]

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন,

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا، هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

---

১৬৫. সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৭

১৬৬. সূরা নূর, ২৪ : ১৫

তোমরা এমন সব কাজ করে থাকো, যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু নবীজি ﷺ-এর যমানায় আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।[১৬৭]

তিন. গুনাহ বা মন্দ কাজকে সাওয়াব বা কল্যাণকর মনে করা।

এটা আগের দুটোর চেয়ে মারাত্মক। অনেক সময় মানুষ গুনাহের কাজকে সাওয়াব মনে করে করে থাকে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤

“বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা আমলের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হল সে সব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।”[১৬৮]

সুফয়ান বিন উয়াইনাহ ﵀ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ﵀-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। লোকজন আবু হাযিম সালামা বিন দীনার ﵀-কে ডেকে নিয়ে আসলেন। ইবনুল মুনকাদির ﵀ তাকে বললেন, আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

“অথচ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি দেখতে পাবে, যা তারা কল্পনাও করত না।”[১৬৯]

এই কথা বলে তিনি বললেন, ‘আমার ভয় হয়, আমিও কী আল্লাহ ﷻ-এর নিকট ধারণাতীত কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হই কি না?’ এ কথা বলে উভয়েই কাঁদতে শুরু করলেন।[১৭০]

---

১৬৭. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৪৯২। অধ্যায় : ৮১, সদয় হওয়া। অনুচ্ছেদ : ৩২, গুনাহকে নগণ্য মনে করা থেকে বিরত থাকা।

১৬৮. সূরা কাহফ, ১৮ : ১০৩, ১০৪

১৬৯. সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৭

১৭০. তাফসীরে কুরতূবী : ১৫/২৬৫-২৬৬, সূরা যুমার ৪৬-৪৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। গ্রন্থকার সুফয়ান বিন উয়াইনাহ ﵀-এর সূত্রে বর্ণনা করলেও তাফসীরে কুরতূবীতে ইকরামা বিন আম্মার ﵀-এর নাম রয়েছে।

ইবনু আবিদ-দুনিয়া ﵀ বলেন, 'এ অবস্থা দেখে ইবনুল মুনাকাদির ﵀-এর পরিবারের লোকজন আবু হাযিম ﵀-কে বললেন, 'আমরা আপনাকে ডাকলাম তাঁর কষ্ট লাঘব করতে, আর আপনি কিনা তা আরও বাড়িয়ে দিলেন?' উত্তরে তিনি উভয়ের কথোপকথন শুনিয়ে দিলেন।'

ফুযাইল বিন ইয়ায ﵀ বলেন, শুনেছি জনৈক ব্যক্তি সুলাইমান তাইমী ﵀-কে বলেছেন, 'আপনি তো আপনিই। আপনার মতো আর কে আছে?'

উত্তরে তিনি বলেন, সাবধান! অমন কথা বলবে না। আমার জানা নেই আল্লাহ ﷻ-এর নিকট আমার জন্য কী রয়েছে? আমি আল্লাহ ﷻ-কে বলতে শুনেছি :

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

"অথচ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি দেখতে পাবে, যা তারা কল্পনাও করত না।"[১৭১]

চার. লোক দেখানো আমল।

উল্লিখিত সূরা যুমারের ৪৭ নং আয়াতের তাফসীরে সুফয়ান সাওরী ﵀ বলেন, 'وَيْلٌ لِأَهْلِ الرِّيَاءِ وَيْلٌ لِأَهْلِ الرِّيَاءِ هَذِهِ آيَتُهُمْ وَقِصَّتُهُمْ' 'লোক দেখানো আমলকারীদের জন্য ধ্বংস! লোক দেখানো আমলকারীদের জন্য ধ্বংস! এই আয়াতটি তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে তাদের ঘটনাই বর্ণনা করা হয়েছে।'[১৭২]

এ ব্যাপারে সহীহ মুসলিমে দীর্ঘ হাদিস রয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ

---

১৭১. সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৭

১৭২. তাফসীরে কুরতুবী : ১৫/২৬৫, সূরা যুমারের ৪৬-৪৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।

بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নিয়ামতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে।) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর বিনিময়ে কী আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে বলে তুমি বীর। তা তো বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে। সেমতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে—যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এত (বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে) তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনারই (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এ জন্যে, যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে, যাতে লোকে বলে সে একজন ক্বারী। তা বলা হয়েছে। তারপর আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ সম্পদ দান করেছেন। তাকে হাজির করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোক্তি করবে)। তখন তিনি (আল্লাহ তাআলা) বলবেন, এর বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় আপনি পছন্দ করেন অথচ আমি সে খাতে আপনার (সন্তুষ্টির) জন্যে করিনি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে, সেমতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৭৩]

পাঁচ. অন্যের হক নষ্ট করা।

যারা অন্যের ওপর জুলুম-নির্যাতন করে কিংবা অন্যের হক নষ্ট করে নেক আমল করে, তারা হয়তো মনে করে যে তাদের আমল তাদের জন্য মুক্তির পথ খুলে দেবে। কিন্তু জুলুম, অত্যাচার ও অন্যের হক নষ্ট করার দরুন কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ ﷻ এর দরবারে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। প্রথমে তাদের আমল হতে জুলুম ও অন্যায়ের বিনিময় পরিশোধ করা হবে। তার আমল ও মর্যাদা ছিনিয়ে হকদার ও জুলুমের স্বীকার বান্দাগণকে দেওয়া হবে। আমল ফুরিয়ে গেলে হকদারগণের গুনাহের বোঝা তার ওপর চাপানো হবে। এবং ফলে দুনিয়ার দৃষ্টিতে বিশাল আমলের অধিকারী এ সকল জালিম ও হক নষ্টকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ছয়. হিসাব তলব।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ যার নিকট হিসাব তলব করবেন সে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের হিসাব নেওয়া হলে বান্দা আটকে যাবে। সমস্ত আমলই সামান্য নিয়ামতের বিনিময়ে ফুরিয়ে যাবে। অথচ অনেক অনেক নিয়ামত তখনো বাকিই রয়ে যাবে। কিন্তু তার মূল্য

---

১৭৩. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৯০৫। আবু হুরাইরা ﷺ হতে। অধ্যায় : ৩৩। প্রশাসন ও নেতৃত্ব। অনুচ্ছেদ : ৪৩, লোক দেখানো এবং খ্যাতির জন্য যে যুদ্ধ করে সে জাহান্নামের যোগ্য হয়।

ঢুকানোর মতো আমল বা কিছুই বান্দার কাছে থাকবে না। এর পরিণামে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এ জন্যই আম্মাজান আয়িশা ﷺ বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عُذِّبَ» فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: ٨]؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ، إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ

রাসূল ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে তার আযাব অবধারিত।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, 'فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا' "তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে" (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৮)?' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'এ তো হিসাব নয়; বরং এ তো শুধু নামেমাত্র পেশ করা। কারণ, কিয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে তার আযাব অবধারিত।'[১৭৪]

সাত. গোপন গুনাহ।

আল্লাহ ﷻ-এর সত্তা ও গুণাবলির প্রতি যথাযথ ইয়াকীনের অভাবে বান্দা গোপন গুনাহে লিপ্ত হয়। যা তার মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সকল আমলকে বিনষ্ট করে দেয়।

সুনানে ইবনে মাজাহর এক মারফু বর্ণনায় ছাওবান ﷺ রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন। তিনি বলেন,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا» ، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ،

---

১৭৪. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৮৭৬। আয়িশা i হতে। অধ্যায় : ৫১, জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামত ও জান্নাতবাসীদের বর্ণনা। অনুচ্ছেদ : ১৮, হিসাব-নিকাশের বর্ণনা।

وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا

আমি আমার উম্মতের কয়েকটি দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। অতঃপর আল্লাহ ﷻ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান ؓ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদাত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে।[১৭৫]

বদরী সাহাবী সালিম বিন মাকাল ؓ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَيُجَاءَنَّ بِأَقْوَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلُ جِبَالِ تِهَامَةَ، حَتَّى إِذَا جِيءَ بِهِمْ جَعَلَ اللهُ أَعْمَالَهُمْ هَبَاءً، ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِي النَّارِ، فَقَالَ سَالِمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي حَلِّ لَنَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ حَتَّى نَعْرِفَهُمْ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: «يَا سَالِمُ أَمَا إِنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْحَرَامِ وَثَبُوا عَلَيْهِ، فَأَدْحَضَ اللهُ تَعَالَى أَعْمَالَهُمْ

নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কয়েকটি দল কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে। তারা আসতেই আল্লাহ ﷻ তাদের আমলসমূহ বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। অতঃপর তাদের তিনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সালিম বিন মাকাল ؓ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করুন, যাতে আমরা তাদের চিনে নিতে পারি। সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে

---

১৭৫. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৪২৪৫। অধ্যায় : ৩১, দুনিয়া-বিমুখতা। অনুচ্ছেদ : ২৯, গুনাহের স্মরণ। সনদ সহীহ। গ্রন্থকারের বর্ণনায় 'তারা তোমাদেরই ভাষায় কথা বলবে' বাক্যটি অতিরিক্ত আছে। যা ইবনে মাজাহর বর্ণনায় নেই।

সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। আমার ভয় হচ্ছে যে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই কি না? তিনি বললেন, 'হে সালিম, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা নামায রোজা আদায় করবে। কিন্তু তাদের সামনে যখন কোনো হারাম বিষয় আসবে, তখন তারা তাতে জড়িয়ে যাবে। আর এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের আমলসমূহ ধূলিসাৎ করে দেবেন।'[১৭৬]

এ ছাড়াও অনেক সময় সূক্ষ্ম লৌকিকতা ও আত্মতৃপ্তি ইত্যাদি মানুষের আমলকে ধ্বংস করে দেয়। যা সে টেরও পায় না।

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও আখিরাতের প্রতি অনাসক্তি

বিখ্যাত আবিদ যাইগাম বিন মালিক ﵀ বলেন, 'মুমিনের সামনে আখিরাতের বিষয় গোপন না থাকলে দুটি বিষয় প্রকট আকার ধারণ করত। একটি হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি। আরেকটি হলো আখিরাতের প্রতি অনাসক্তি তথা আখিরাতের জন্য আমল করা কষ্টকর হয়ে পড়ত।'

বলা হলো, আখিরাত আবার গোপন থাকল কীভাবে? লোকজন তো জেনেবুঝেই দুনিয়ার জীবনেই আখিরাতের জন্য আমলে অভ্যস্ত পড়ছে।

তিনি বললেন, 'কবুল হওয়ার বিষয়টি গোপন রয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষ কীভাবে নিশ্চিত হতে পারে? কত মানুষ আছে যারা নেক আমল করেছে, অথচ কিয়ামতের দিন তার সব নেক আমল একত্র করে তার চেহারায় ছুড়ে মারা হবে!'

আমির বিন আব্দি কাইস ﵀ সহ আরও অনেকেই সূরা মায়িদার ২৭ নং আয়াত পাঠ করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

"আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীগণের আমল (কুরবানী) হতেই গ্রহণ করেন।"[১৭৭]

---

১৭৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া : ১/১৭৭। গ্রন্থকার কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণনা করলেও আমরা এখানে মূল তথ্যসূত্রের বর্ণনা হুবহু তুলে ধরেছি।

১৭৭. সূরা মায়েদা, ৫ : ২৭

আব্দুল্লাহ বিন আওন ﷺ বলেন,

لَا تَثِقْ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي تُقْبَلُ مِنْكَ أَمْ لَا، وَلَا تَأْمَنْ ذُنُوبَكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي هَلْ كُفِّرَتْ عَنْكَ أَمْ لَا، إِنَّ عَمَلَكَ عَنْكَ مُغَيَّبٌ مَا تَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ فِيهِ، أَيَجْعَلُهُ فِي سِجِّينَ، أَمْ يَجْعَلُهُ فِي عِلِّيِّينَ

বেশি আমল নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভুগো না। কেননা, তুমি জানো না যে তোমার আমল কবুল হবে কি হবে না? তেমনিভাবে নিজের গুনাহের ব্যাপারে নিরাপদ বোধ কোরো না। কেননা, তোমার জানা নেই যে তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে কি হয়নি? তোমার আমল তোমার নিকট হতে গোপন রাখা হয়েছে। তোমার জানা নেই এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কী করবেন? তিনি কী সিজ্জীন তথা জাহান্নামের জন্য রাখবেন, না ইল্লীন তথা জান্নাতের জন্য রাখবেন?[১৭৮]

বিখ্যাত তাবিঈ ও ইমাম আবু হানীফা ﷺ-এর উস্তাদ ইবরাহীম নাখাঈ ﷺ মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন। কেউ কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহ ﷻ-এর দূত তথা মালাকুল মাওতের অপেক্ষা করছি। জানি না সে আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে, না জাহান্নামের দুঃসংবাদ।'[১৭৯]

আরও একজনের ঘটনা জানা যায়, যে মৃত্যুর সময় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে কেউ তার কারণ জানতে চাইলো। মৃত্যুপথযাত্রী বুযুর্গ বললেন, 'মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ জানা নেই যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?'

মুআজ বিন জাবাল ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

لَمَّا أَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ بَكَى، فَقَالَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَبْكِي جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ وَلَا دُنْيَا أُخَلِّفُهَا بَعْدِي، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « إِنَّمَا هُمَا قَبْضَتَانِ، فَقَبْضَةٌ فِي النَّارِ وَقَبْضَةٌ فِي الْجَنَّةِ »، وَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَكُونُ

১৭৮. শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : ৯/৪২৮, বর্ণনা নং : ৬৯৩০
১৭৯. আব্দুর রহমান ইশবিলী ﷺ, কিতাবুল আকিবাহ : ৭০, বর্ণনা নং : ১২৩

মৃত্যুর সময় তিনি কাঁদছিলেন। কেউ বলল, কী কারণে কাঁদছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি মৃত্যুর ভয়ে কিংবা দুনিয়ায় রেখে যাওয়া কিছুর জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, এখানে (সমস্ত রুহ) দুটি মুষ্টিতে (ভাগ) রয়েছে। একটি জাহান্নামে অপরটি জান্নাতে। আমার জানা নেই আমি কোন মুষ্টিতে আছি।[১৮০]

সাবধান! সাবধান!!

ইতিপূর্বে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা যদি কেউ গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করে তবে তার মধ্যে গভীর উদ্বেগের রেখা দেখা দেবে।

কারণ, প্রায় প্রতিটি মানুষই মৃত্যুর বিভীষিকা, কবর ও কবর জগতের ভয়াবহতা, কিয়ামতের ময়দানের কঠিন পরিস্থিতি এবং আমলনামার ওজন ও পুলসিরাতের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সম্পর্কে বেমালুম উদাসীন। বেখবর।

তারচেয়েও বড় বিষয় হলো, তাকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াতে হবে। যেখানে একটু এদিক-সেদিক হলেই জাহান্নামে নিক্ষেপের আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি মৃত্যুকালে ঈমানহারা হয়ে পড়লে চিরস্থায়ী জাহান্নামের বিশাল ঝুঁকি রয়েছে। এতসব মিলিয়ে এটা তো পরিষ্কার বিষয় যে, প্রকৃত মুমিন এসব আশঙ্কা হতে কখনোই নিরাপদ বোধ করতে পারেন না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

"তারা কি আল্লাহর ধরপাকড়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।"[১৮১]

এই আয়াতের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলে কোনো মুমিনের পক্ষে সুস্থির থাকা সম্ভব নয়।

---

১৮০. মজমাউজ জাওয়াইদ : ৭/১৮৭, হাদিস নং : ১১৭৮৫; সহীহুল জামি, হাদিস নং : ২৩৭৬, শায়খ আলবানীর মতে সনদ সহীহ।
১৮১. সূরা আরাফ, ৭:৯৯

আবু বকর বিন আইয়াশ ﵀ বলেন, জনৈক ব্যক্তি পরপর তিন দিন একজন মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেন। তিন দিনই মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তিকে এই পঙ্‌ক্তি শোনান,

وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيرَةٌ *** وَلَمْ تَدْرِ فِي أَيِّ الْمَحَلَّيْنِ تَنْزِلُ

কী বুঝে ঠিক অমন সুখে ঘুমাও বেঘোরে?

বলতে পারো রোজ হাশরে ঢুকবে কোন দোরে?[১৮২]

সালামা বসরী ﵀ বলেন, আমি বিখ্যাত আবিদ বাজী বিন মিসওয়ার ﵀-কে স্বপ্নে দেখলাম। অত্যধিক মৃত্যুর স্মরণ ও কঠোর মুজাহাদার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় ঠাঁই পেয়েছেন? উত্তরে তিনি নিচের পঙ্‌ক্তিটি শোনালেন,

وَلَيْسَ يَعْلَمُ مَا فِي الْقَبْرِ دَاخِلَهُ *** إِلَّا الْإِلَهُ وَسَاكِنُ الْأَجْدَاثِ

কী যে আছে কবর-মাঝে কেউও জানে না তা,

জানেন শুধু মালিক মহান আর বাসিন্দা যারা।[১৮৩]

১৮২. আল মানামাতু লিবনি আবিদ-দুনিয়া : ৮১, বর্ণনা নং : ১৪৫
১৮৩. আল মানামাতু লিবনি আবিদ-দুনিয়া : ৮৫, বর্ণনা নং : ১৫৫

ইমাম যাহাবী ﷺ তার কিতাবুল কাবাইরে নিচের পঙ্‌ক্তিমালা উল্লেখ করেছেন,

أَمَا وَاللهِ لَوْ عَلِمَ الأَنَامُ *** لِمَا خُلِقُوا لَمَا هَجَعُوا وَنَامُوا

لَقَدْ خُلِقُوا لِأَمْرٍ لَوْ رَأَتْهُ *** عُيُونُ قُلُوبِهِمْ تَاهُوا وَهَامُوا

مَمَاتٌ ثُمَّ قَبْرٌ ثُمَّ حَشْرٌ *** وَتَوْبِيخٌ وَأَهْوَالٌ عِظَامُ

لِيَوْمِ الحَشْرِ قَدْ عَمِلَتْ رِجَالٌ *** فَصَلَّوا مِنْ مَخَافَتِهِ وَصَامُوا

وَنَحْنُ إِذَا أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا *** كَأَهْلِ الكَهْفِ أَيْقَاظٌ نِيَامُ

শপথ রবের জানত যদি সৃষ্টিকুলের সবে,

কিসের তরে সৃষ্টি তাহার? নিদ্রা যেত উবে।

কী কারণে সৃষ্টি তার, জানত যদি সব,

চিন্তাভারে সাধক মনে উঠত কলরব

সামনে আছে মৃত্যু, কবর, রোজ হাশরের দিন

শেষ পরিণাম, মন্দ-ভালো, অবস্থা সঙিন।

রোজ হাশরের তরে সবাই আমল করে যায়,

রবের ভয়ে মগ্ন থাকে নামায এবং রোজায়।

আমরা তো সব গোলাম তাহার আদেশ নিষেধের

কাহাফবাসীর মতোই ঘুমাই, জাগি দিন শেষে।

****

تمت بتوفيق الله العليم الحكيم الغفور الرحيم

প্রকৃতপক্ষে বান্দার আমল তাকে পরকালে মুক্তি দিতে পারবে না যদি না দয়াময় আল্লাহর রহমত সহায় হয়। পথ ভুল হলে গন্তব্যে পৌঁছা যেমন অসম্ভব, তেমনি ইবাদত-আমল যদি আল্লাহর নির্দেশিত পথ-পন্থা অবলম্বন না করে করা হয়, তাহলে এ আমল পরিণামে মূল্যহীন।

আল্লাহ চান বান্দা সর্বোতভাবে তাঁর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হোক। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সর্বদা নত হোক। তিনি বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ বান্দাকে ভালোবাসেন। ভালোবাসেন তাদের, যারা তাঁর কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার অতি নিকটে। নিশুতি তারা তাকে ডাকেন আর তিনি সাড়া দেন।

দীনের পথে, সীরাতে মুস্তাকিমের পথে নির্বিঘ্নে চলতে হলে কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এ বিষয়টিই আলোচিত হয়েছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে। গ্রন্থকার কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। তাই আপাত সাধারণ মনে হলেও এসব বিষয় অসাধারণভাবেই ফুটে ওঠেছে তাঁর লেখনিতে।

পড়ুন, তৃপ্ত হোন আর দীনের পথে নিজের পথচলাকে করুন দীপ্তময়।

-প্রকাশক